জ্ঞানদারঞ্জন নাটক।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মিত্র প্রণীত।

"দূরতঃ শোভতে মূর্খ
লম্ব শাট পটাবৃতঃ।
তাবচ্চ শোভতে মূর্খ
যাবৎকিঞ্চি ন্নভাষতে॥"

কলিকাতা।

চিৎপুর রোড ৩১৮ নম্বর

বিদ্যারত্ন যন্ত্রে

শ্রীঅরুণোদয় ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

ইংরাজী ১৮৭১ সাল।

মূল্য ১ টাকা

আমি কতিপয় বন্ধুর আদেশানুসারে এই গ্রন্থ খানি রচনা করিতে প্রবৃত্ত হই, কিন্তু দুরদৃষ্ট বশতঃ এক মহৎ দুর্ঘটনায় পতিত হইয়া একেবারে তদভিসন্ধি পরিত্যাগ করি। তৎপরে উপরোক্ত ঘটনা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া এবং বন্ধুবৃন্দের উৎসাহে পুনঃ রচনা করিয়া শেষ করিলাম। এই নাটক খানি কোন পুস্তক বিশেষ হইতে অনুগৃহীত নহে। পাঠক বৃন্দ! যদি কোন বালক তাহার অগ্রজের সম্মুখে কোন একটা সামান্য কর্ম্ম সম্পন্ন করে, এবং যদি তিনি হাস্য করেন, তাহা হইলেই সেই বালক উৎসাহিত হয়। এজন্য আপনা দিগের নিকটে আমার এই নিবেদন যে, যদি আপনারা সময় বিশেষে এই "নাটক" খানি পাঠ করিয়া হাস্য করেন তাহা হইলেই আমার শ্রম সফল হইবে ইতি।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মিত্র।

সাং কোন্নগর।

২৮ শে আষাঢ়
সন ১২৭৮ সাল

নায়ক গণ।

জয়সিংহ রায়	রাজা
চারুকুমার	রাজতনয়
রাসবিহারী	রাজ জামাতা
রঞ্জন	রাসবিহারীর ভ্রাতা
জলধর / হলধর	মন্ত্রী
গিরীশ	রঞ্জনের বন্ধু
চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন	টোলাধ্যক্ষ
রামদাস	চতুর্ভুজের প্রতিবাসী
ভগবান	রাজ প্রিয়পাত্র
নসিরাম	ভৃত্য
রাম সিং	দ্বারপাল
ভোলা	কৃষক

নায়িকা গণ।

কমলা	জয় সিংহ রায়ের

সরলা } জ্ঞানদা }	.....	....	.... রাজতনয়া
চপলা	.....	.....	..... রাজবধূ
কামিনী	.....	. ..	..... মন্ত্রীকন্যা
চিত্ররেখা	.....	.....	..... জ্ঞানদার সহ
বৃদ্ধা	.....	.....	..... জ্ঞানদার ধ
নটী	.....	.....	..... সূত্রধারের

ঘটক, চাপরাসিগণ, বিদূষক, চোরগণ, প্র কবিরাজ, গাঁজাখোর, বন্দী, ব্রাহ্মণ, বরযাত্র ইত্যাদি।

জ্ঞানদারঞ্জন নাটক।

উপসংহার।

(সভা।)

নটের প্রবেশ।

নট।—————গীত।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল চৌতাল।

আমরি অপূর্ব্ব সভা, সুরোলোক মনোলোভা,
বিস্তারিতে হেন শোভা, না হেরি এ ভুবনে।
কতশত সভ্যগণ, সভাতে আসীন হন,
হেরিলে আঁখি জুড়ায়, আনন্দ উপজে মনে॥
কিন্তু আমি অতি দীন, এঁদের তুষিতে ক্ষীণ,
ক্ষমতা নাহিকো মম, প্রাণের প্রেয়সি বিনে।
সুচারু কি সুললিত, সকলেতে আনন্দিত,
শুনিতে অজ্ঞের গীত, রয়েছেন তালমিলনে॥

(চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া) আহা! কি চমৎকার সভা ঈদৃশ নয়ন মনোরঞ্জন শোভাত কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আকাশেতে একচন্দ্র বিরাজমান, কিন্তু এ সভাতে শত চন্দ্রের আবির্ভাব দেখ্‌ছি, এবং শরৎ চন্দ্র জিনিয়া শোভা সম্পাদন কচ্ছেন। আমার এ সভাতে কোন রূপ-কৌতুক ব্যাপারে সভ্য মহোদয় বৃন্দের মনোরঞ্জনা করা উচিত, কিন্তু প্রিয়া নটীর সাহায্য ব্যতিরেকে কৃতী কার্য্য হতে পারবোনা। অতএব একবার প্রিয়াকে আহ্বান করি, (নেপথ্যাভিমুখে)

এস এস প্রাণপ্রিয়ে প্রেমপ্রদায়িণী।
দেখিতে সভারশোভা এসলোরঙ্গিণী ॥

(নটীর প্রবেশ)

নটী। আহা মরি কিবা শোভা অতীব সুন্দর'
উদয় অবনী মাঝে শত শশধর ॥

কি কারণ ডাকিলে নাথ! বল শীঘ্র গতি?

নট। (নটীর চিবুকে হস্ত দিয়া) প্রিয়ে! একবার দৃষ্টিকর সভা প্রতি।

নটী। আহা! শোভা চমৎকার অতি!

নট। রূপসি! অধিনের আছে কিছু মিনতি!

নটী। নাথ! আমি অবলা ললনা।

নট। ও কথা বলো না, তুমি কাজে বড় নিপুণা, প্রিয়ে! আর কেন কর ছলনা?

নটী। প্রাণনাথ! এখন দাসীরে কি অনুমতি কর?

নট। প্রাণেশ্বরি! কোকিল কণ্ঠ-স্বরে সংগীত করে সভ্যগণের মন হর।

নটী। সংগীতে মোহিত হবেন না সভ্যগণ।

নট। ভাল! অভিনয় কল্লে হয় না, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মিত্রের "জ্ঞানদারঞ্জন"?

নটী। উহাতে কি উপকার দর্শিতে পারে?

নট। উপকার আছে, সভ্য বৃন্দের মনোরঞ্জন হলে হতে পারে।

নটী। তাহে কি প্রয়োজন?

নট। তবে অভিনয় করনা কেন, শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী দে মহাশয় প্রণীত "সধবার একাদশীর পারণ"

নটী। উহাতে কিছু দেশের উপকার করে?

নট। বোধ করি দেশাচার কথঞ্চিৎ সংশোধন হলে হতে পারে।

নটী। ও সদুপদেশ গ্রহণ কর্‌বেন কি সভ্য গণ?

নট। প্রিয়ে! বাস্তবিক, তাহা হলে কি বঙ্গ-ভূমির অবস্থা হত এমন?

নটী। নাথ! তবে ও অভিনয়ে ক্ষান্ত হন।

নট। প্রিয়ে! তবে কিসে হবে এ সভাস্থ গণের মনোরঞ্জন?

নটী। আমার মতে অভিনয় করুন্, উক্ত মিত্রমহাশয়ের "জ্ঞানদারঞ্জন"

নট। তিনি নবরচয়িতা।

নটী। আমি তাহে হই না চিন্তিতা!

নট। দেখ, হোয়ো না যেন লজ্জিতা।

নটী। নাথ! ভীত হলে কি কাজ হয়? এখন বেশ ভূষা করিগে চল।

নট। (নটীর চিবুকে হস্তদিয়া) প্রাণপ্রিয়ে! একটী সংগীত করেগেলে হয় ভাল

নটী।——গীত।

রাগিণী পূরবী—তাল আড়াঠেকা।

ভাব দেখে ভেবেমরি, এ ভাবের কিবা ভাব,
স্বভাবে অভাব হয়ে, না জানি কি ভাবে ভাব।
বুঝিলাম অনুভাবে, মজেছ কার নবভাবে,
আমি মরি তব ভাবে, তুমি তাও নাহি ভাব ॥

নট। বেশ বেশ! বেশ গেয়ছ, অতি সুন্দর।
নটী। এই রকমে কি কর্‌বে রজনী ভোর?

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি উপসংহার।

(পট প্রক্ষেপণ।)

জ্ঞানদা-রঞ্জন নাটক।

প্রথমাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(রাজবিলাস গৃহ।)

(জলধর এবং হলধরের প্রবেশ)

জল। আরত ভগা ব্যাটার জন্যে রাজার সম্মুখে যেতে ইচ্ছা হয় না।

হল। তাইত হে, ও ব্যাটা যেন রাজাকে ভেড়া বানিয়ে রেখেছে, যা বলে রাজা তাই শোনেন।

জল। কি আশ্চর্য্য! রাজার হিতাহিত জ্ঞান নেই; ভগা ব্যাটা মূর্খ, না জানে সভ্যতা না জানে নীতি-শাস্ত্র, তার উপর রাজার এত অনুগ্রহ ও বিশ্বাস! এতে যে রাজ্য উচ্ছন্ন যাবে তার আর কথা কি!

হল। আচ্ছা ভাই এত লোক থাকৃতে, ভগার উপর রাজার এত অনুগ্রহ হলো কেন?

জল। তাও জাননা, এদ্দিন রাজবাটীতে কাজ কচ্ছো?

হল। না, আমি এর সবিশেষ কিছুই জানি না।

জল। শোন, মহারাজ আর ভগা একদিনে এককণে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।—

হল। সে যা হোক, ও যদি সর্ব্বে সর্ব্বা হল, তবে আমাদেরতো কোন কথাই থাকবে না।

জল। থাকছেনা ও তো!

হল। ইস্! তাইত, আমাদের অন্নজল এই পর্য্যন্ত—যা হোক ওকে জব্দ করা যায় কি করে বল দেখি?

জল। একটা উপায় আছে। (ভগবানকে আগত দেখিয়া) ঐ হে ব্যাটা আস্‌ছে।

হল। তাইত হে, নাম কত্তে কত্তেই এলো যে অনেক দিন বাঁচ্‌বে।

(ভগবানের প্রবেশ)

ভগ। তোম্‌রা কি বলা বলি কচ্ছো হে? কি আশ্চর্য্য যেখানে যাই ভগবান বই আর কথা নেই। কেন, ভগবান কি তোমাদের বউ বের করে এনেছে যে খালি তার নাম কচ্ছো?

হল। না হে ভগবান! বলি কি তুমি হচ্ছো মস্ত লোক, তোমার নাম কীর্ত্তণ কল্লেও আমাদের পুণ্যি আছে।

ভগ। তা বুঝিচি আর কেন আমাকে বোকা বুঝাও, আমি মূর্খ বলে কি কিছু বুঝ্‌তে পারিনি? আচ্ছা আচ্ছা দেখবো!

[ভগবানের প্রস্থান

জল। তাইত হ্যা "যেখানে বাগের ভয়, সেইখানেই সন্ধে হয়"।

হল। আমাদের দুরাদৃষ্ট! চল এখন যাই মহারাজের আস্‌বার সময় হয়েছে।

জল। দেখ, শুধু ও নয় আবার এক ব্যাটা বামুন আছে।

হল। হ্যাঁ, এর তবু একটু মুখলজ্জা আছে, তার তাও নেই।

জল। চল হে ঐ বুঝি রাজা আর ভগা ব্যাটা আস্‌ছে।

হল। তবে শীঘ্র চল।

[উভয়ের প্রস্থান

(রাজার সহিত ভগবানের পুনঃপ্রবেশ)

ভগ। মহারাজ! আপনার মন্ত্রীদের জন্যে, আমিতো আর দেশে টেঁকৃতে পারি না।

রাজা। কেন হে ভগবান?

ভগ। মহারাজ! সে কথা আর কি বলবো যে খানে যাই ভগবান বই কথা নেই, তা আপ্‌নি রাখ্‌লে কে মাত্তে পারে?

রাজা। তার আর কথা কি।

ভগ। আপনি আমার হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা।

রাজা। তোমার কিছু ভয় নাই, নিঃসন্দেহে থাক।

(বিদূষকের প্রবেশ)

[ভগবানের প্রস্থান।

বিদূ। মহারাজের জয় হোক!

রাজা। আস্‌তে আজ্ঞে হয় ভট্টাচার্য্যমহাশয় (প্রণাম)

বিদূ। দীর্ঘায়ুরস্তু। (ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ)

রাজা। বয়স্য অমন কচ্ছো কেন!

বিদূ। ও কথা আর কবেন্ না।

রাজা। কেন হে ব্যাপারখানা কি?

বিদূ। আর মহারাজ, ষোলো খানা অস্থিত, আর দু-খানা স্থিত বইত নয়।

রাজা। দুখানা স্থিত কি রকম?

বিদূ। বউ আর উনন্।

(নেপথ্যে জলধরের প্রবেশ)

জল। (স্বগত) দেখি ব্যাটা কি বলে।

(স্তম্ভের অন্তরালে অবস্থিতি)

রাজা। (হাস্য)

বিদূ। মহারাজ মন্ত্রী ব্যাটাদের জন্যে কিছু পাবার যো নেই।

রাজা। কেন?

বিদূ। আর মহারাজ! ও দের আপনি যত বিশ্বাস করেন, ওরা ততই বিশ্বাস ঘাতকের কর্ম্ম করে। আর যদি ওদের পাঁচ টাকা কাকেও দিতে বলেন তাহলে ওরা অম্নি তিন টাকা গাপ্ করে।

রাজা। না না এমন কি হতে পারে? আচ্ছা আমি এর তদন্ত কচ্ছি।

(জলধরের প্রবেশ)

জল। মহারাজ আর ও বাম্নার কথা শুন্‌বেন্ না।

রাজা। কেন তোমাদের কি কল্লে?

জল। নরপতে! ওঁর পেটে "ক" অক্ষর গোমাংস। আরতো কোন কাজ নেই কেবল লোকের নামে কুচ্ছ করে বেড়ান।

বিদূ। হ্যাঁ হে তুমি বড় বিদ্বান। তোমার বিদ্যা আমার জানা আছে।

রাজা। কেন উনি অমন ভট্টাচার্য্য, খেতাব পেয়েছেন শিরোমণি?

জল। হ্যাঁ মুর্খের শিরোমণি বটে, ওঁর টীকি নাড়াই সার। উনি যদি আপনার নাম লিখ্‌তে পারেন তা হলে আমি পাঁচ টাকা দেবো।

বিদূ। ফ্যাল্ পাঁচ টাকা।

জল। আচ্ছা লেখো আগে।

বিদূ। (স্বগত) ব্যাটা বড় বিভ্রাট ঘটালে দেখছি, আচ্ছা বেয়ে চেয়ে দেখা যাক যদ্দুর পারি। (প্রকাশ্যে) শ্রীশএ রফলা তাতে দীর্ঘি ঈকার, শ্রীরারএ আকার রা, রাম, শ্রীরাম, দাস দরে আকার দা, দাস শ্রীরাম দাস। (ভট্টাচার্য্য লিখিতে না পারিয়া) দাও আড়াই টাকা।

জল। মহারাজ দেখুন।

রাজা। তা ভট্টাচার্য্যের ব্যাকরণ বোধ বেশ আছে, তবে লেখা টেকাগুলো তত দোরস্ত নেই, তা যা হোক বেলা হোলো সভা ভঙ্গকর।

[সকলের প্রস্থান।

(পট প্রক্ষেপণ)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজান্তঃপুর।

সরলা ও চপলা আসীনা।

(কামিনীর প্রবেশ)

কামি। ওলো সরলা কি কচ্ছিস্ লা ?

চপ। কেও কামিনী ? এসো বোন বোসো।

কামি। তোদের বাড়িতে আজ্‌কে এত ধুম্ ধাম্ কেন্‌লা ?

~~চপ। আজ ঠাকুর জামাই আস্‌বেন।~~

কামি। তবে তোর আজ্‌কে বড় মজা।

চপ। আ মর আমার মজা আবার কি ?

কামি। ও সরলা, তোর ভাতারকে সাবধান করিস্ যেন তোদের বউকে গ্রাস করে না।

সর। বউকে আর গ্রাস কত্তে হবে না ? বউ না তাকে গ্রাস কল্লে বাঁচি।

কামি। তা বটে, তোর ভাইকে যে গ্রাস করে রেখেছ, তাতে আশ্চর্য্যি নেই।

চপ। হ্যাঁলা আমি কি রাহু যে গ্রাস কর্ব্বো ?

(চারুকুমারের প্রবেশ)

কামি। এসো চারু বাবু ভাল আছত ?

চারু। যেমন্ দেখছো।

কামি। তোমায় ত ভাল দেখ্‌ছি নে?

চারু। কেন বল দেখি?

কামি। তোমায় বল্‌তে হবে, আমার মাতা খাও বল?

চারু। বল্‌বো আর কি, বাবাত আর বাড়ির ভিতরের কিছুই দেখেন্ না খালি "ভগবান" "ভগবান" করে পাগল হলেন॥

কামি। ভগবান কে?

চারু। ঐ যে এক ব্যাটা গোঁড়া।

কামি। তাইত মহারাজ কি একেবারে পাগল হলেন নাকি?

চারু। প্রায় সেই রকম। সে যা হোক, এখন তোম্‌রা সকলে সরলাকে ভাল করে সাজিয়ে গুজিয়ে রাখ আজ রাত্রিরে জামাই প্রথম আস্‌বেন।

কামি। তা আর বল্‌তে হবে না। ও সরলা এদিকে আয় নালা?

[চারুকুমারের প্রস্থান

সর। ওঁর যেন আর ত্বর সয় না।

চপ। ঠাকুঝি! ঐ বাক্সর ওপর থেকে চিরুণি আর কৌটোটা আন্‌তো?

কামি। ও কিলা বউ? ওর কি নজ্জা করে না? তুই নিয়ে আয় না?

চপ। (চিরুণি আর কৌটা আনিয়া) এই নাও।

কামি। (হস্ত বিস্তারণ) দে! সরলা এদিকে আয়।

সর। যাই।

নেপথ্যে। ওখানে কে গা?

কামি। আম্‌রা গো? কেন?

নেপথ্যে। কামিনি! সরলাকে ভাল করে মাতা বেঁধে দাও।

কামি। এই দিই।

সর। এত তাড়া তাড়ি কি?

চপ। তুই এর তো এখনোও রস টের পাস্‌নে।

সর। রস আবার কি?

চপ্প। আজ রাত্রে স্বাদ পাবি এখন।

কামি। তুই তাতে ফাঁক যাবিনি।

চপ। ঠাকুঝির বেশ চেহারা কিন্তু।

কামি। এর মধ্যে তোর নজর পড়েছে?

চপ। তোর মুখের কাছে কারুর কথা কবার যো নেই।

কামি। কেন আমি কি গিলে ফেলি?

চপ। প্রায় গেলাই বটে।

কামি। কাকে গিল্লুম বল্?

চপ। কেন? তোর বের বচর না ফির্ত্তে ফির্ত্তেই একেবারে ভাতারকে গিলে ফেল্লি।

কামি। তোকেত গিলিনি. তা হলেই হোল।

সর। কেন গা? তোরা আপ্‌না আপ্‌নি মুখ খারাব কচ্ছিস্?

কামি। মুখ খারাবই বটে।

চপ। দেখ ভাই কামিনি! আমাদের ঠাকুরজামাইটী কিন্তু বেশ হয়েছে।

কামি। কেন, তোমারটী কি মন্দ?

সর। হ্যাঁ! দেখ দিকিন্ উনি খালি, এরটী ভাল, ওরটী মন্দ এই করে বেড়ান।

কামি। সে যা হোক, এখন জ্ঞানদার বেদিতে পাল্লেই মহারাজ এক রকম ও বিষয় হতে নিষ্কৃতি পান।

আর এইটী তাঁর ছোট মেয়ে, একটী ভাল পাত্তর হলেই হয়।

চপ। তুমিও যেমন ভাই, তখন কত পাত্তর জুটবে।

কামি। তবে বউ, ভাই জামাই এলে আমাকে ডাকিস। যেন ভাই ফাঁকি দিস্‌নি।

চপ। তা কি কখন হয়ে থাকে। এখন চল ভাই সব সাজিয়ে গুজিয়ে রাখ্‌তে হবে।

কামি। তবে এখন যাই চল।

[সকলের প্রস্থান।

(পট প্রক্ষেপণ)

দ্বিতীয়াঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

(রাজা, ভগবান, জলধর, হলধর এবং ঘটক আসীন)

ভগ। মহারাজ! আমার একটী মেয়ে বের যুগ্যি হয়েছে, তা আপনাকে এ বিষয়ের কিছু বিবেচনা কত্তে হবে।

রাজা। তার আর আশ্চর্য্য কি! কন্যাটির বয়স কত?

ভগ। আজ্ঞা এই পনের উৎরে ষোলয় পা দেছে।

রাজা। তবেত কন্যাটী বিবাহের যোগ্য হয়েছে?

জল। (স্বগত) আপনার কন্যার যে ষোল বচর উৎরে গেলো, ভগবানের মেয়ের এখনও তবু সম্বন্ধ হচ্ছে।

রাজা। তবে ঘটক মহাশয় এসেছেন কি?

ঘটক। আজ্ঞা হ্যাঁ?

রাজা। আপনি কি পাত্র দেখে এসেছেন?

ঘট। আজ্ঞা হ্যাঁ, একটী উত্তম পাত্র দেখে এসেছি?

রাজা। তবে বিবাহের দিন স্থির করা যাক?

ঘট। মহারাজের ইচ্ছা?

রাজা। হলধর! পাঁজি খানা দেখত।

হল। (পাঁজি খুলিয়া) আজ্ঞা ২২শে মাঘ বৃহস্পতিবার রাত্রি ২৷৷০ দণ্ড ৩৬ পল গতে একটী উত্তম লগ্ন আছে।

রাজা। তবে ঘটক মহাশয় খুব চেষ্টিত থাকবেন।

ঘট। আজ্ঞা তা আপনাকে বলতে হবে না। তবে মহারাজ আসি (দণ্ডায়মান স্বগত) তাইত মহারাজ, এখনও কিছু দেবার কথা কচ্ছেন না; এ কেমনতর রাজা? (কিঞ্চিৎ গমন) এখন কি আমি শুদ্ধ হাতে বাড়ী ফিরে যাব? (পুনর্দণ্ডায়মান প্রকাশ্যে) তবে মহারাজ শীঘ্র শীঘ্রই—ই—ই— যেন কর্ম্মটা আ— আ— সম্পন্ন হয়, তবে এখন আসি।

রাজা। (ঘটকের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া) জলধর! ঘটক মহাশয়কে কিঞ্চিৎ পথখরচা দাওতো।

জল। (ট্যাঁক হইতে পাঁচ টাকা লইয়া) ঘটক মহাশয়! এই নিন?।

ঘট। (হস্ত বিস্তারণ) দাও। (স্বগত) হুঁ! হুঁ! তাইত বলি, এ ব্রাহ্মণ কি রিক্ত হস্তে যাবে, মনে করেছ! তেমন কাঁচা ছেলে নন। (হস্তস্থিত টাকা দর্শন) আহা! এই বস্তুটার কি আশ্চর্য্য মহিমা। ইহাতে না হয় এমন কর্ম্মই নেই। ইহার জন্যে কত শত কুল-কামিনী সতীত্ব ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিয়েছে। ইহার জন্যে কত শত ধনী দস্যু হস্তে প্রাণ হারিয়েছে। তা বলে কি ইহার মান হানি হবে! কখনই হবে না। সে যা হোক এখন ভট্টাচার্য্যগিরি ছেড়ে এক প্রকার ভাল করিছি। তাতে খালি আট গণ্ডা পয়সা, জোর একখানা থাল পাওয়া যেতো। এখন ঘট্‌কালি করে যা হোক শত্রুমুখে ছাইদিয়ে পাঁচ টাকা লাভ হচ্ছে, যা হোক, এখন ব্রাহ্মণীকে দিইগে, "তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট" সে তুষ্ট হলেই আমার সব হল, তবে এখন যাই।

[ঘটকের প্রস্থান।

রাজা। আহা! ভগবানের সে ছেলেটা বেঁচে থাক্‌লে এদ্দিন আমার চারুর বইসি হোত। সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা।

ভগ। আর মহারাজ! (দীর্ঘনিশ্বাস) সে ছেলে বলে ছেলে? যম তার জন্যে লুকিয়ে বসে ছিল।

হল। তার কি ব্যেরাম হয়েছিল?

ভগ। ওলাউট! (দীর্ঘ নিশ্বাস)

জল। (স্বগত) তোমার ওলাউট ধরে না?

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদু। (স্বগত) ইস্! তাইত আজকে যে এত লোক?
রাজা। আস্তে আজ্ঞা হোক্। আসুন (প্রণাম)
বিদূ। (হস্ত তুলিয়া) দীর্ঘায়ুরস্তু!
রাজা। আপনার বুকে ও কিসের দাগ?
বিদূ। আজ্ঞা ওকথা আর জিজ্ঞাসা কর্ব্বেন না।
রাজা। কি বল না শুনি?
বিদূ। মহারাজ! বোলবো কি আজকে গুয়্যাটার ভাগ্নে বল্লে যে, মামা! দাসেদের আঁব গাছে আঁব পেকেছে, পেড়ে দেবে?
রাজা। তার পর?
বিদূ। আমি বল্লুম দেখিগে চল!
ভগ। বামুন ঠাকুর যে আমারই মত?
বিদূ। ওহে তা বল্লে কি হয়! আঁব সামিগ্রীটে বড উত্তম।
জল। তাওত বটে, আপনি বলুন?
বিদূ। তার পর ভাগ্নেকে বল্লুম যে, তুই তলায় থাক, যদি কেউ আসে, তুই অম্নি কাস্‌বি।
হল। তবে আপ্নি বুদ্ধিটে খাটিয়ে ছিলেন ভাল।
বিদূ। ওহে এসব ব্রাহ্মণের বুদ্ধি, তলিয়ে পাওয়া ভার।
জল। তাব আশ্চর্য্য! ডুবুরি নাবিয়ে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ—
বিদূ। তার পর, আমি মরে পিটে গাছে ত উটলুম?
রাজা। কেন? আমার এখান হতে কাহাকে ডাকলেই ত হোতো?
বিদূ। মহারাজ! আপনাদের হচ্চে রাজবুদ্ধি কখন যদি ব্রাহ্মণের ছেলে হতেন তা হলে টের পেতেন।

জল। তার পর?

বিদূ। যেম্‌নি আঁব্‌টীতে হাত দোবো অম্‌নি গুয়্যাটার ভাগ্নে কেসে ফেলেছে।

হল। তাইত আপনার গ্রহটা তখন বড় মন্দ ছিল?

বিদূ। তার আর কথা কি।

রাজা। তার পর কি হলো বল দেখি শুনি?

বিদূ। আমি তাড়া তাড়ি অম্‌নি নেবে পড়্‌লুম, নেবে দেখি যে কেউ নেই। তার পর ভাগ্নেকে জিজ্ঞাসা কল্লুম, কৈ রে কে আসছে? সে বল্লে কেউ আসেনি আপ্‌নি কাসি পেলে?

(সকলের উচ্চৈঃহাস্য)

ভগ। তাইত আপনার কর্ম্মটা বিফল হোলো?

বিদূ। তা হোল বৈকি?

রাজা। জলধর! ভট্টাচার্য্যকে কিঞ্চিৎ প্রণামি দাওত? যে কাজ করেছে প্রণাম করা উচিত।

জল। যে আজ্ঞা।

[জলধরের প্রস্থান।

বিদূ। মহারাজ! আপনার হলধর মন্ত্রী আপনার আজ্ঞা শীরোধার্য্য করে ও যথেষ্ট হিতসাধন করে।

রাজা। হাঁ তাত উত্তম?

বিদূ। আর যিনি এখন গেলেন ওঁর খুরে দণ্ডবৎ, অমন বিশ্বাসঘাতক কুটীল্ আর এ জগতে নেই!

রাজা। কেন? ও আমার কি আজ্ঞা লঙ্ঘন কল্লে?

বিদূ। আপনার আজ্ঞা কথায়২ লঙ্ঘন করে।

রাজা। কৈ, কখন ত দেখ্‌তে পাইনে।

(জলধরের পুনঃ প্রবেশ)

জল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়! এই নিন্ (১০ টাকা দেওন)

বিদূ। (হস্তং পাতিয়া টাকা লইয়া পদধূলি মস্তকে দেওন) এস বাপু? তোমাদের কৃপাতেই আমরা আছি আশীর্ব্বাদ করি রাজলক্ষ্মী অচলা হউন্।

হল। (স্বগত) আ মোলো! এবামুন্ তো কম নয়, এই রাজার কাছে লাগাচ্ছিল আবার এর মুখ দেখ? টাকাতেই সব হয়।

রাজা। হলধর। ভগবানের কন্যার বিবাহ যাতে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় তাই করগে?

হল। যে আজ্ঞা মহারাজ?

বিদূ। (সচকিতে) কি! ভগবানের মেয়ের বে? এর চেয়ে আর কি সুখের বিষয় আছে? বাহবা কি বাহবা!

ভগ। আজ্ঞা আপ্‌নাদেরই আশীর্ব্বাদ।

বিদূ। তার আর কি কথা আছে?

ভগ। ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আপনি সমস্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ কর্ব্বেন?

বিদূ। (স্বগত) তা দিলে ত পরম ভাগ্য (প্রকাশ্যে) এম্‌নি ভক্তি বটে? তবে একটা গান গাই?

(নৃত্য ও গীত)

রাগিনী পিলু—তাল খ্যাম্‌টা।

এর চেয়ে কি সুখের বিষয় ভগার মেয়ের বে।
রাজবাটীতে এসব কর্ম্ম সম্পন্ন হবে॥

ভগার মেয়ে বচর চোদ্দ, খেঁয়ে নব হদ্দ মুদ্দ,
দূর হয়না যেন সদ্য, বে হবে কবে ॥
কিন্তু বেটা ছোট জেতে, পা সরেনা হোথায় যেতে,
নেবেনা আপন জেতে, ছাড়বেনা সবে ॥

[সকলের প্রস্থান।

(পটপ্রক্ষেপণ)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজান্তঃপুর।

রাজার শয়ন গৃহের নিকটস্থ গৃহ।

(রাজা ও কমলা আসীন্)

কম। (অধোবদনে অবস্থিতি)

রাজা। প্রিয়ে! তুমি বিরস বদনে রয়েছ কেন? তোমার ও রকম মলিন বদন দর্শন কল্লে, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়, অতএব প্রাণেশ্বরি! অনুগ্রহ পূর্ব্বক মনাভিলাষ প্রকাশ করে বল?

কম। তোমার আর অত ভাল বাসায় কাজ নেই, আমার যে জ্বালা তা আমিই জানি, আর আমার ইষ্টিদেবই জানেন তুমি জেনেও তা জানবে না।

রাজা। কি আশ্চর্য্য! কিছুই যে বুঝতে পাচ্ছিনে?

কম। বুঝবে আর কি, বাড়ীতে ১৪ বচরের মেয়ে রয়েছে, তার নাম গন্ধ নেই—

রাজা। তাই বল! আমি বলি বুঝি আর কিছু হয়েছে?

কম। এর চেয়ে আর কি হতে পারে?

রাজা। তাইত, আমি সে দিন ভগবানের কন্যার বিবাহের জন্য ঘটক আনিয়েছিলেম। তখন ত আমাকে কেউ কিছু বল্লে না?

কম। বল্‌বার কি আর যো আছে?

রাজা। কেন?

কম। যে তোমার ভগবান, তাতে কাকে ও আর কথা কইতে হয় না।

রাজা। সে কি কল্লে?

কম। অম্‌নি তোমায় লাগিয়ে বোস্‌বে?

রাজা। তাইত, কালকে সভায় গিয়ে জলধরকে বোলতে হবে যাতে বিবাহ টা শীঘ্র হয়।

কম। আপনার যেমন অভিরুচি?

(চারুকুমার ও রাসবিহারীর প্রবেশ)

চারু। পিতঃ! রাসবিহারী এসেছেন?

রাস। (অগ্রসর হইয়া প্রণাম) শারীরিক ভাল আছেন?

রাজা। এসো বাপু। চিরজীবী হও?

কম। রাসবিহারি! তোমার পিতা মাতা সকলে ভাল আছেন ত? শুনে ছিলাম যে পীড়া হয়েছিল।

রাস। আজ্ঞা হ্যাঁ? সুস্থ হয়েছেন।

রাজা। চারু! তবে আজ অনেক রাত্রি হয়েছে, রাসবিহারীকে খাওয়ায় দাওয়ায় গে?

চারু॥ যে আজ্ঞা চল্লুম। (গমনোদ্যোগ)

রাজা। চারু! শোন শোন?

চারু। (পুনর্দণ্ডায়মান) আজ্ঞা, কি বল্‌বেন বলুন?

রাজা। বলি, জ্ঞানদার বিবাহের সম্বন্ধের জন্য ঘটক পাঠাতে হবে, তা তুমি কাল সকালে পাঠিও?

চারু। যে আজ্ঞা। আমারও ঐ ভাবনা বড় হয়েছে।

রাস। কেন, আমার একটী কনিষ্ঠ ভ্রাতা আছে তার সহিত দিলে হয় না?

রাজা। তার বয়স কত?

রাস। আজ্ঞা, এই ১৯ বৎসর?

রাজা। লেখা পড়া কচ্ছে কি রকম?

রাস। তা বেশ হয়েছে?

কম। তাহলে ত বেশ হয়?

রাজা। চারু! তুমি আমার জবানি দিয়ে বৈবাহিক মহাশয়কে কাল এক খানা পত্র লিখো?

চারু। যে আজ্ঞা এ উত্তম কল্প না তবে এখন আসি।

রাজা। আগে জামাইয়ের বিছানা করে দিতে বল? গ্রীষ্মকালে এই ঘরটী বড় রমণীয় এজন্যে এই খানেই শয্যা করাও?

চারু। তবে নসিরামকে ডেকে বিছানা করাই?

রাজা। তাকে শীঘ্র ডাক অনেক রাত্রি হয়েছে।

চারু। (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে—নসে—নসে একবার এখানে আয়তো?

নেপথ্যে। আজ্ঞে যাই।

চারু। তবে আপনি শয়ন করুনগে অনেক রাত্রি হয়েছে।

রাজা। হ্যাঁ আমি চল্লুম? তুমি রাসবিহারীকে জল খাইয়ে আনোগে?

চারু। আজ্ঞা চল্লুম? রাসবিহারি বাবু! আসুন্।

(নসিরামের প্রবেশ।

চারু। (নসিরামের প্রতি) ভালকরে বিছানা করে দে।

[একদিক দিয়া রাজা ও কমলা এবং অন্যদিকদিয়া চারুকুমার ও রাসবিহারীর প্রস্থান।

নসি। (নিকটস্থ গৃহ হইতে শয্যা আনিয়া পাতন ও স্বগত) আহা! রাজারা কতসুখী, আমি শালা বিছানা করবো, আর তিনি এসে মাগ নিয়ে শোবেন, কাজেকাজেই, তাঁরা আজন্মে কত পুণ্যি যে করেছিলেন, তাই এমন ভোগ কচ্ছেন। আমি যে কত পাপ করেছিলেম, তা চিত্রি গুপ্তো খাতায় লিখে উটতে পারেনি। সে যা হোক আজকে এক বার এই বিছানায় শোবো? তা যা থাকে কুল কপালে। দেখি কেউ আস্‌ছে কি না (গৃহদ্বারে গমন) না কেউ আসেনি, (পুনরাগমন ও শয্যায় শয়ন) আহা! সাদে রাজারা সুন্দর? এমন বিছানায় আমরা শুলে আমরাও সুন্দর হই। না, উঠে পড়ি আবার কেউ এসে পড়বে? (পুনরুত্থান) নেপথ্যে বিনামাধ্বনি) ঐরে আস্‌ছে এক পাশে দাঁড়াই। (এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান)।

(রাসবিহারীর পুনঃ প্রবেশ)

রাস। (শয্যায় উপবেশন করিয়া স্বগত) এরা সব গেল কোথায়?

নসি। জামাইবাবু! তামাক ইচ্ছে কর্ব্বেন কি?

রাস। না তুই এখন যা।

[নসিরামের প্রস্থান।

(কামিনীর প্রবেশ)

কামি। রাসবিহারি বাবু! ভাল আছেন ত?

রাস। এক রমক বটে?

কামি। শুনিছি, আপ্‌নি বড় রসিক পুরুষ?

রাস। কে বল্লে?

কামি। কথা তেই টের পাওয়া যাচ্ছে।

রাস। একটী গান গাও দেখি?

কামি। তোমার শুনে গাইতে পারি।

রাস। আচ্ছা আমি গাই—তার পর কিন্তু তোমাকে গাইতে হবে, আর কোন ওজর শুন্‌বোনা?

কামি। সে ভাল কথা?

রাস। তুমি গাইলে ভাল হোতো। আমি ভাল গানটান জানি না আচ্ছা তবে শোন—

গীত।

রাগিনী কল্যাণ—তাল কাওয়ালী।

যখন ভূষণ যাহা পর সুভাষিনী।
মনলোভা কিবা শোভা ধর তাহে ধ্বনি॥
দরশনে তব বেণী, পলায়ন করে ফণি,
প্রবেশি গর্ত্তে তখনি, লাজে নিন্দয়ে আপনি॥
হেরিয়ে লো তব রূপ, উথলে যে কামকূপ,
তপস্বিতপস্যা ছাড়ি, আপনি পাসরে মুনি॥
ইচ্ছা হয় মম মনে, রাখি তোমা হৃদাসনে,
বাস করি একাসনে, যেমন অলি নলিনী॥

কামি। বাঃ! বেশ গান, আর একটী গাইতে হবে?
রাস। তা হবে এখন। তুমি একটা গাও?
কামি। আমি গাবো বটে—কিন্তু সে ভাল গাইতে পার্ব্বো না। কারণ আম্‌রা হচ্ছি মেয়ে মানুষ, কাজে কাজেই সুর বোধ নেই একটা যেমন তেমন শোন।
রাস। যে রকম জান তাই গাও।
কামি। আচ্ছা—

গীত।

রাগিনী মোল্লার—তাল আড়া।

পিরীতি কি হতো।

পৃথিবীতে ইহা যদিপ্রকাশ না থাকিতো॥
যে জানে পিরীতি রস, দু কথাতে হয়বশ,
শেষেতে প্রচার যশ, সর্ব্বদা ভাবিতো॥
কিসুখ ঘ্রাণে কিংশুক, কেতকী হীনে কণ্টক,
ফুটিত ফুল চন্দনে, ইক্ষুতে ফল ফলিতো॥
যায় যাক জাতিকুল, কেচাহে তাহার মূল,
না হবে মন আকুল, প্রণয় যদি থাকিতো॥

রাস। বেশ! খুব মিষ্টি গলা, এমন প্রায় শুনিনি।
কামি। তা বোঝা গেছে, তুমি আর একটা গাও?
রাস। তাহচ্চে? (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন) চুপকর, কে আস্‌ছে।

(চপলার প্রবেশ)

কামি। (অঙ্গুলি প্রদর্শন) এইটি তোমার শালাজ।

চপ। ওলো কামিনী তুই কি সব মজা আপনি কল্লি?
কামি। নালো? তোর জন্যে খানিক-টে রেখেছি।
চপ। তা বুঝিচি? এখন কি ঠাকুরঝিকে আনবো?
কামি। হ্যাঁ আনবি বই কি? তোর ঠাকুরজামাই নব সুধাপানের জন্যে চকোরের ন্যায় অপেক্ষা কচ্ছে। তুই শীগ্‌গির যা।
রাস। তোম্‌রা সুধা দান কল্লে আর আমায় অপেক্ষা কত্তে হয় না।
কামি। তা বুঝিছি। ওলো বউ! শীগ্‌গির যানা?
চপ। যাই।

[চপলার প্রস্থান।

[নেপথ্যাভিমুখে জ্ঞানদার প্রস্থান।

রাস। এটী কে?
কামি। তোমার ছোট শালি।
রাস। (স্বগত) ইস্! এর সঙ্গে আমার ছোট ভেয়ের বে হবে? তা হলেই হয়েছে!
কামি। মনে মনে কি ভাবছো?
রাস। নাকিছুনা, এর বয়স কত?
কামি। এই ১৪।১৫ আন্দাজ।

(চপলা ও অবগুণ্ঠন বদনে সরলার প্রবেশ)

কামি। তবে রাসবিহারি বাবু! আজ্ আম্‌রা আসি? অনেক রাত্রি হয়েছে। তুমি সরলাকে নিয়ে শোও।

রাস। তোমার কাছে আমার একটী গীত পাওনা আছে! গেয়ে যেতে হবে।

কামি। আজ থাক, অনেক রাত্রি হয়েছে।

রাস। তা হলিইবা, তাতে হানকি?

কামি। ওলো চপলা, তুই একটা গান গানা ভাই।

রাস। হ্যাঁ, ভাল কথা বলেছ, ওঁকে একটা গান গাইতে হবে।

চপ। ভাই কামিনি! আগে তুমি ধার শোধো তার পর আমি গাচ্ছি।

কামি। তবে শোন্——

গীত।

রাগিণী ললিত—তাল খয়রা।

কেন গো সজনি আমার অকারণে বিড়ম্বনা।
না হতে প্রেমোদয় হল বিচ্ছেদ যাতনা॥
অন্যের গো রস রঙ্গে, সদা দিব অঙ্গ সঙ্গে,
যদি সে পিরীতি ভঙ্গে, তবেত যাতনা॥
না হলেম নাথ বশ, না জানিলাম প্রেমরস,
কেন চঞ্চল মানস, কি করি বলনা॥

চপলা! তুই একটা গা?

রাস। বেশ২! উনি একটা গাইলেই হয়।

চপ। (মুখে বস্ত্র দিয়া হাস্য) আমি ভাই—

কামি। আবার আমি ভাই কি? তাহবেনা গাইতেই হবে। আমাকে গাইয়ে ফাঁকি দেবে মনে করেছ?

চপ। নানা তাকি কত্তে আছে? তবে শোন।—

গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আদ্ধা।

মরি হায়, হোলো কি এদায়।
লয়ে যৌবনের তরি, করি কি উপায়॥
নাহি এতে কর্ণধার, করিবেন যিনি পার,
বিনে তিনি এ অপার, কাল বয়ে যায়॥
যুবতি রমণী আমি, তাহে মম ক্ষীণ স্বামী,
বিশেষতঃ অন্য গামী, মানে প্রাণ যায়॥
বিরহিনী নারী যত, হোয়ে সবে এক মত,
বিধিকে করিতে হত, করুক উপায়॥

(কামিনীর প্রতি) উনি ভাই কিমনে কল্লেন?

কামি। মনে আর কর্ব্বেন্ কি? রাসবিহারি বাবু! আজ্ঞ আসি?

রাস। হ্যাঁ অনেক রাত্রি হয়েছে বটে?

কামি। আয়রে চপলা? আমরণ! চোকের পাতা পড়েনা যে?

চপ। চল্ চল শুইগে।

[কামিনী ও চপলার প্রস্থান।

(পট প্রক্ষেপণ।)

তৃতীয়াঙ্ক।

রাজ সভা।

(রাজা, জলধর এবং ভগবান আসীন্)

রাজা। এখনও বর এলনা এর কারণ কি? বিশেষতঃ গোধূলি লগ্নে বিবাহ।—

নেপথ্যে। মহারাজ২ (দ্রুতবেগে বিদুষকের প্রবেশ ও মূর্চ্ছা) একি! বয়স্য যে? (জলধরের প্রতি) দেখ দেখ? কি হল।

(বরযাত্রদিগের প্রবেশ)

রাজা। মহাশয়েরা এ দিকে আসুন? জলধর! ভট্টাচার্য্যের মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয়েছি কিনা দেখত?

জল। (বিদূষকের নাসিকায় হস্ত দিয়া) আজ্ঞা! একটু২ নিশ্বেস পড়্‌ছে।

বর-যা। মহারাজ কি হয়েছে? উনি অমন্ করে শুয়ে কেন?

রাজা। এইমাত্র উনি দৌড়ে এসে মহারাজ২ বলে মূর্চ্ছা গেলেন। বিশেষ কারণ কিছু বলতে পারি না।

বিদূ। (মূর্চ্ছা ভঙ্গ ও রোদন স্বরে) মহারাজ! ডাকাত গুলো কোন দিকে গেল? গরিব ব্রাহ্মণকে কেটেছিল আর কি! (ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত ও মৃদুস্বরে) ইস্ এরা কারারে?

রাজা। (ঈষদ্ধাস্য) সে ডাকাত নয়। ভগবানের কন্যার বিবাহ, তার বরযাত্র?

বিদূ। না মহারাজ! তারা এ পর্য্যন্ত বল্লে যে; ওরে সকলে সাবধান হয়ে চল, রাজার বাড়ী যেতে হবে। আর মহারাজ, তাদের হাতে বড়২ মশাল, দেখিই আমার আত্মা পুরুষ বেরিয়ে গেছে।

বর-যা। (হাস্য) ভট্টাচার্য্য মহাশয় এদিকে আসুন?

বিদূ। (নিকটে গমন) আচ্ছা আমি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি বল দেখি?

বর-যা। কি বলুন?

বিদূ। এমন্ কি বস্তু আছে, যাহা শীত কালে উষ্ণ ও গ্রীষ্ম কালে শীতল হয়?

বর-যা। "কূপোদকং বটচ্ছায়া শ্যামা-স্ত্রী ইষ্টকালয়ং। শীতকালে ভবেদুষ্ণং গ্রীষ্মকালে চ শীতলং"॥

বিদূ। (মুখ ভঙ্গি করিয়া) আচ্ছা মানে ভাঙ দেখি?

বর-যা। কূপের উদক, ও বট্ বৃক্ষের চ্ছায়া, ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ ও শ্যামাস্ত্রী এই চারি বস্তু শীত কালে উষ্ণ ও গ্রীষ্ম কালে শীতল হয়। আচ্ছা? আপনি এই টের মানে বলুন দেখি?

বিদূ। (স্বগত) সর্ব্বনাশ কল্লে দেখতে পাচ্চি। (প্রকাশ্যে) কি বল?

বর-যা। "বেদবেদাঙ্গ তত্বজ্ঞো জপ হোম পরায়ণঃ। আশীর্ব্বাদ বচোযুক্ত এষ রাজপুরোহিতঃ"॥

বিদূ। হুঁ! গোটাকতক অঞ্জলির মন্ত্র পড়ে গেলে? এর আর মানে বলবো কি?

জল। (স্বগত) আ আমার পোড়া কপাল! ওকে

আবার জিজ্ঞাসা কচ্ছে? এতক্ষণ ওখানে বোসে আছে এই ওর বাহাদুরি।

বর-যা। (হাস্য)

(একদিক দিয়া বর ও অন্যদিক দিয়া পুরোহিতের প্রবেশ)

ভগ। পুরোহিত মহাশয়! এলেন কি?

পুরো। হ্যাঁ হে, বরকে নিয়ে এসো?

ভগ। আজ্ঞা যাই! (বর লইয়া পুরোহিতের নিকট গমন ও মন্ত্র পঠন।)

রাজা। জলধর! বরযাত্র মহাশয়দের আহারের উদ্যোগ হয়েছে কি?

জল। আজ্ঞা দেখে আসি প্রস্তুত হয়েছে কি না।

[জলধরের প্রস্থান।

বিদূ। তবে মহারাজ! আমাদেরও—ও——

রাজা। বিলক্ষণ আপ্নার আগে?

পুরো। ভগবান! বরকে স্ত্রীআচার কত্তে নিয়ে যাও?

ভগ। যে আজ্ঞা!

[বরকে লইয়া ভগবানের প্রস্থান।

(জলধরের পুনঃ প্রবেশ)

রাজা। সব আয়োজন হয়েছে কি?

জল। আজ্ঞা হ্যাঁ! বরযাত্র মহাশয়েরা একবার গাত্রোত্থান করুন্?

রাজা। তবে চল আমি একবার দেখে আসি কেমন হয়েছে? তুমি এখানে থাক?

[বিদূষক রাজা ও বরযাত্রদিগের প্রস্থান।

জল। (স্বগত) হলধরকে ডেকে এলুম্, তা এখন আ-স্ছে না কেন?

(হলধরের প্রবেশ)

হল। ওহে জলধর! ভগা ব্যাটা তো ফাঁকি দিয়ে মেয়ের বে দিয়ে নিলে?

জল। নিগ্‌না ব্যাটা কত নেবে, তার পর কত ধানে কত চাল তা টের পাবে এখন?

হল। তাইত হ্যা তুমি কি কল্লে?

জল। ওহে! বেশ একটা উপায় হয়েছে।

হল। (সোৎসুকে) কি রকম বল দেখি শুনি?

জল। একবার কবিরাজকে হাত কত্তে পার?

হল। তা হলে কি হবে?

জল। পার কি না? তা হলেই হবে।

হল। আচ্ছা ডাকাচ্ছি। (উচ্চৈঃস্বরে) হুঁয়া রামসিং হায়?

নেপথ্যে। হায় মহারাজ!

হল। জল্‌তি কর্‌কে কবিরাজকো বোলাওতো?

নেপথ্যে। যো হুকুম।

জল। আর ভাব্‌না কি? কিন্তু মহারাজ যেন ঘুণাক্ষরে না টের প্যান।

হল। তার ভয় কি? যখন শম্মাদ্বয় এর ভিতর আছেন,

তখন মহারাজ ছেড়ে স্বয়ং ব্রহ্মা পর্য্যন্ত টের পান কি না সন্দেহ।—

জল। সে যা হোক, মহারাজের কি নীচপ্রবৃত্তি একটা মূর্খকে নিয়ে সভায় বসা হয়, আর আমি তুমি প্রভৃতি করে যেন চাকরের ন্যায়।

হল। আমাদের নিজের (মধ্যমার নিম্নে বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়া) এই কিছু লাগ্‌বে।

জল। তাতে ক্ষতি নাই। এখন কবিরাজ এলে হয়?

(কবিরাজের প্রবেশ)

হল। আসুন্ কবিরাজ মহাশয়!

কবি। আমায় ডেকেছেন্ কেন?

জল। আপ্‌নার সহিত একটা কথা আছে?

কবি। কি কথা বলুন্ না?

জল। ভগা ব্যাটাকে আর রাজবাটীতে ঢুকতে দেওয়া হবে না।

কবি। ত.ব শুনুন্, সে দিন এইখানে এসেছিলুম বটে, কিন্তু পাড়াগেঁয়ে খেঁকি কুকুরের মত ন্যাঙ্গ গুড়িয়ে যেতে হয়েছিল।

হল! ইস্! দেখুনদেখি। এতে কি ব্যাটাকে এখানে আস্‌তে দেওয়া উচিত?

কবি। কখনই নয়! তবে এখন আমা হতে আপ্‌নাদের যদি কোন উপকার হয় তা হলে আমি প্রাণপণ যত্নে সম্পন্ন কর্‌বো। বলুন্?

জল। প্রথমতঃ দ্বারপালদের বারণ করে দি। তার পর আপ্‌নি রাজাকে গিয়ে বলুন্, যে ভগবানের জ্বর

হয়েছে। তার দিন দুই পরে গিয়ে বলুন যে তার গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়েছে।

কবি। তাইত! মন্ত্রী মহাশয়দের আচ্ছা বুদ্ধি। এখন সফল হলে হয়।

হল। তাতে কোন চিন্তা নেই। কারণ শর্ম্মারা যখন এতে হস্তার্পণ করেছেন তখন তাকে ভালকরে শেখাব।

কবি। তবে এখন আমি চল্লেম? দিন দুই বাদে আবার এখানে আস্‌বো!

জল। তবে আসুন্ যেন মনে থাকে।

[কবিরাজের প্রস্থান।

হল। এখন কবিরাজকে ত হাতে এনেছি। দ্বারপাল-দের আন্‌তে পাল্লেই হয়।

জল। সেওত আমাদের হাত, বারণ কল্লেই হলো?

হল। তবে ডাকা যাক (উচ্চৈঃস্বরে) রামসিং!

নেপথ্যে। হাঁ বাবু—

হল। জল্‌দি হিঁয়া আও।

(রামসিংহের প্রবেশ)

দেখো, ভগবানকো এ মোকামমে মাৎ আনে দেও? যব আবেগা গদ্দানা দেকে নিকালো।

রাম। যো হুকুম।

জল। শুন, অন্দর যো সব দরোয়ান হুঁইপর রয়থেহো, ও সব লোককো মানা করকে দেও।

হল। আর যব ভগবান রাজবাটীমে আওয়েগা, তোম্ ওস্কো বলিও যে মহারাজকে হুকম বদল গিয়া? তোম্‌রা মাপিক্ আদ্‌মি নেহি আওনে দেগা।

রাম। যো হুকুম?

[রামসিংহের প্রস্থান।

হল। যা হোক এখন তো এ দুব্যাটাকে হাতে এনিছি। এখন জগদীশ্বর যা কারেন?

জল। যে মৎলোপ্ করা গেছে, এ জালে একবার ফেল্‌তে পাল্লে—হয় তো, তাহলেই মেরে দিছি আর কি?

(বিদূষকের পুনঃ প্রবেশ)

বিদূ। ওহে! তোম্‌রা কি পরামর্শ কচ্ছো? শুন্‌তে পাই না?

জল। আসুন ভট্টাচার্য্য মহাশয়? (প্রণাম)

বিদূ। (উদরে হস্তার্পণ) বলি এর কিছু হবে কি?

হল। কেন? ভগবানের কন্যার বিবাহতে কি আপনার কিছু হয় নাই?

বিদূ। ওহে সে খালি ব্রাহ্মণের হল। ব্রাহ্মণীর কই?

জল। আপ্‌নার আর একটা ফলার অতি শীঘ্র হবে? যদ্যপি আশীর্ব্বাদের জোর থাকে।—

বিদূ। (সপুলকে) কোথায় হে?

জল। ভগবানের শ্রাদ্ধে—

বিদূ। না, মিছে কথা! এই তাকে দেখে আস্‌ছি, আমাকে প্রণাম কল্লে?

হল। (জলধরের প্রতি) আবার! বেটার অগতি হও-
য়ার দরুণ দানো পেয়েছে, ও—সে ভগবান নয়।

বিদূ। সত্য সত্যই কি? মাইরি, বিশ্বাস হয় না?

হল। বিলক্ষণ? আপনার সঙ্গে কি ব্যাঙ্গ কুচ্ছি?

জল। মহাশয়, সে ভূত হয়েছে, সাবধান হবেন। যেন
আপনাকে পেয়ে বসেনা।

বিদূ। তবে গাইত্রিটে আউড়ে রাখ্‌লে হয় না? না আপ্ত
সারটা করবো?

হল। কেন আপ্‌নি কি ভাল জানেন্ না?

বিদূ। তবে শোন দেখি? মুখস্থ আছে কি না?
"গঙ্গেচ যমুনেচৈব গোদাবরী সরস্বতী. নর্ম্মদা সিন্ধু
কাবেরী সন্ধিকুরু পক্ষিপতয়ে নম ইতি"।

জল। (স্বগত) কি গাইত্রি বল্লেন্ দেখেছ, জলশুদ্ধটাই
আউড়ে গেলেন! (প্রকাশ্যে) এই যে আপনার
বেশ অভ্যাস আছে। ব্রাহ্মণের সন্তান না হবেইবা
কেন?

বিদূ। ওহে! আমাদের থাকবেনা তো থাকবে কাদের?
ব্রহ্মাগ্নিদেব এখনও শন্মাদের শরীরে মুর্ত্তিমান।

হল। তা বটেইত।

বিদূ। তবে শ্রাদ্ধের আয়োজনটা কি রকম হবে শুনি?

জল। সে অতি উত্তম রূপই হবে।

বিদূ। তবু শুনি কি রকম্ উত্তম, মধ্যম, না অধম?

হল। তিনই হবে।

বিদূ। তবে আমাদের কোন্‌টা?—

জল। যা হয়ে থাকে —

হল। (স্বগত) 'যার বে তার মনে নেই, পাড়া পড় সির ঘুম নেই'। তার মরণ কোথায় তার ঠিক নেই? ওর শ্রাদ্ধ নিয়ে টানা টানি, আমার শুদ্ধ শ্রাদ্ধ নয়, উত্তম, মধ্যম, ফলাহারটা হবে কি না, তা ওঁকে বল। ব্যাটা কি পেটুক?

বিদূ। হলধর বাবু কি ভাব্‌চ? দক্ষিণের যোগাড় কোচ্চো না কি? তা আমি যেন একটা ঘড়া পাই? এসব তোমাদের হাত।

হল। হাঁ, তা আপনাকে বল্‌তে হবে না? যাতে সন্তুষ্ট হন তাই কর্‌বো।

বিদূ। তবে এখন আসি?

[বিদূষকের প্রস্থান।

জল। এখন আপদ বিদেয় হোলো, চল এখান থেকে যাই? রাত্রি অনেক হয়েছে।

হল। চল যাওয়া যাগ।

[উভয়ের প্রস্থান।

(পটপ্রক্ষেপণ।)

চতুর্থাঙ্ক।

রাজ সভা।

রাজা, জলধর ও সভাসদগণ উপবিষ্ট।
(বৈতালিকদিগের গীত, ও বন্দীর স্তুতিপাঠ)

নেপথ্যেগীত।

(রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল আড়াঠেকা)

সভা শোভিছ কেমেন!
শতচন্দ্র জিনি প্রভা, হরে মুনি জন মন॥
ধনী মানী জ্ঞানী জন, সভাপূর্ণ সভ্যগণ,
হেরিলে জুড়ায় মন, সুস্থির মন নয়ন॥
নরপতি অতি ধীর, সংগ্রামেতে অতি স্থির,
ভীষ্মদেব সমবীর, নাহি এই ভূমণ্ডলে,—
পালিছেন সব প্রজা, দিয়ে দুষ্টদের সাজা,
ধন্য ধন্য হেন রাজা, আঁখি কভু দরশন॥

বন্দী। হে মহারাজাধিরাজ জয়সিংহ! আপনি শৌর্য্য, বিদ্যা, ও সরলতা প্রভৃতি সমস্ত সদ্‌গুণে বিভূষিত। ভবচ্ছদৃশ মহানুভব নরপতি এক্ষণে ভূমণ্ডলে অতি বিরল। আপনি প্রজা রঞ্জনে রামচন্দ্র,

প্রতাপে ভীষ্ম, ধর্ম্মে যুধিষ্ঠির, বদান্যে কর্ণ সদৃশ, ও পরন্তপে অনেক তাপসদিগকে লজ্জিত করেন। জানপদ বর্গের হিতানুশাসন করণার্থে আপনি পৃথ্বীতে জন্ম গ্রহণ করেছেন। আপনি দোর্দ্দণ্ড দস্যুদিগের শমন ও ধর্ম্মার্থী শিষ্টদিগের বন্ধু। আপনার সুবিস্তৃত রাজ্যে চৌর্য্যবৃত্তি একেবারে লোপ হয়ে গেছে, এবং সুশাসন গুণে রাজ্যময় যশোপতাকা উড্ডীয়মান হচ্ছে। অতএব হে প্রজাশেখর! আপনার উপমেয় কোথায়? আপনার নিকেতনে অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বয়ং লক্ষ্মী, সর্ব্ব গুণালঙ্কৃত আপনার অপত্য। সুতরাং হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনার ন্যায় সুখি কে? হে রাজকুল তিলক! আমাদের এই ইচ্ছা যে, আপনি দীর্ঘ জীবি হয়ে অস্মদ্দিগকে প্রতিপালন করুণ।

নেপথ্যে। বল্, ব্যাটা বল্?

"গুরুমহাশয় গুরুমহাশয় তোমার পোড়ো ঘুমিয়ে কাতর। ছোব্‌ড়ি ছটা ডিম পেড়েছে ঝ্যাত্‌লার ভিতর॥"

রাজা। ইস্! ও দিকে এত গোল হচ্ছে কেন?

জম। আজ্ঞা হ্যাঁ, এই যে এই খানেই আস্‌চে? আপ্‌নার প্রিয়বয়স্য।

(বিদূষককে স্কন্ধে করিয়া চারজন চাপ্‌রাসির প্রবেশ)

বিদূ। (স্কন্ধ হইতে অবতরণ) মহারাজের জয় হোক।

রাজা। একি! বয়স্য যে? এরূপ অবস্থায় কেন? অঙ্গ সকল ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেছে যে।

বিদূ। মহারাজ! এ ব্যাটাদের আগে বিদায় করুণ, তার পর সমস্ত বৃত্তান্ত বলছি।

চাপ্। ধর্ম্ম অবতার! ইনি কি আপ্নার লোক?

রাজা। হাঁ।

চাপ্। যে আজ্ঞা? (কপালে হস্ত দিয়া) ছেলাম।

[চাপরাসিদিগের প্রস্থান।

রাজা। কি বৃত্তান্তটাই শুনি?

বিদূ। তবে শুনুন্? মহারাজ! গরিব ব্রাহ্মণের ছেলে, দুঃখের চেষ্টা ক'রে দুই প্রহর বেলার সময় বাড়ীতে ফিরে এইছি, এমন সময় আমার বাপের ঠাকুর বল্লেন,——

রাজা। বাপের ঠাকুরটা কে।

বিদূ। আর মহারাজ! এইটে আর বুঝতে পাল্লেন না? বাপের ঠাকুর কি না চোদ্দ পুরুষের কেনা ঠাকুর, তিনিই কিনা—সেই তিনি,—অর্থাৎ কিনা গরিব ব্রাহ্মণী, অর্থাৎ গিন্নি কুললক্ষ্মী।

রাজা। সে সব যাক। তার পর কি হোলো!

বিদূ। প্রিয়সী বল্লেন যে, পোড়ার মুকো! পাঁচ জনে প'ড়ে মুখুয্যেদের বাগান টাগান সব লুটে নেগ্যাল আর আঁব কাঁটাল পতে ছড়িয়ে দিয়ে গেল। তুই গিয়ে গুচ্চির কুড়িয়ে আন্না? কেমন প্রিয়সীর প্রিয় বাক্য দেখুন!

জল। আপ্নি কি কল্লেন্?

বিদূ। আমি ওম্‌নি বড় একটা ধামা নিয়ে যেমন দৌড়ে কুড়ুতে যাবো, ওমনি দারগা এসে ক্যাঁক করে ধরেছে, বল্লে যে তোমাকে সুরথালে সাক্ষী দিতে হবে।

রাজা। তাইত, তার পর?

বিদূ। দারগার মুখ দেখিই আমার আত্মা পুরুষ শুকিয়ে গেলো, অমনি একটা ২২ নম্বরের আছাড় খেলুম।

জল। তবে আপ্‌নি রক্ষা পেলেন কেমন করে?

বিদূ। কেবল মহারাজের কৃপায়?

রাজা। সে কি রকম্‌?

বিদূ। আমি বল্লুম যে, আমাকে ধোরো না। আমি মহারাজের লোক; শীগ্‌গির ছেড়ে দাও? নচেৎ পরে বড় বিপদ ঘট্‌বে।

রাজা। তারা কি বল্লে?

বিদূ। দারগা বল্লে যে, দেখ চাপ্‌রাসি যদি সত্য হয়, ভালই। না হলে কানে খোলাম দিয়ে আন্‌বি?

জল। তার পর?

বিদূ। দারগা বল্লে তবে যাও?

জল। আপ্‌নি কি বল্লেন্‌?

বিদূ। আমি বল্লুম্‌ যে, আমি হেঁটে যাবার ছেলে নই। কাঁধে করে নিয়ে যেতে হবে? বিশেষ পড়ে যাওয়াতে বড় আঘাত লেগেছে।

রাজা। তার পর?

বিদূ। তার পর মনে কল্লুম্‌ যে বের সময় একবার পাল্কী চড়িছি, আর মরবার সময় চোড়্‌বো।

তাতে গুরুর কেমন কৃপা হোলো,যে মধ্যে একবার পেয়দার কাঁদে চড়লুম। একি সাধারণ বুদ্ধিতে হ-য়েছে! দেব গুরু বৃহস্পতির ভায়রাভাই বল্লে হয়।

(সকলের হাস্য)

নেপথ্যে। চল্-বেটারা চল?

(একজন ব্রাহ্মণ, দ্বারপাল ও হস্তবদ্ধ চার জন চোরের প্রবেশ)

রাজা। (ব্রাহ্মণের প্রতি) আস্তে আজ্ঞে হয়। (প্রণাম)

ব্রাহ্ম। (হস্ত তুলিয়া) কল্যাণমস্তু! মহারাজ! এই চার ব্যাটা চোরে আমার সর্ব্বনাশ করেছে, অতএব আপনি এর বিচার করুণ।

রাজা। দ্বারপাল! তুমিই কি চার জনকে ধরেছ?

দ্বার। আজ্ঞা হ্যাঁ!

রাজা। জলধর! এদের কি সাজা দেওয়া উচিত?

জল। নরপতে! শালে দেওয়াই কর্ত্তব্য, কারণ রাজ্যে চৌর্য্য বৃত্তি অধিক হয়েছে। বিশেষতঃ দুষ্টের দমনার্থে আপনার জন্ম।

রাজা। (দ্বারপালের প্রতি) চার জনকে শালে দাও গে? আর জলধর? (ব্রাহ্মণের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া) এঁর ক্ষতি পুরণের জন্যে কিঞ্চিৎ দাও গে।

জল। যে আজ্ঞা। (ব্রাহ্মণের প্রতি) তবে মহাশয় কল্য প্রাতে আস্‌বেন।

ব্রাহ্ম। আচ্ছা! মহারাজের জয় হোক।

[এক দিক দিয়া ব্রাহ্মণ ও অপর দিক দিয়া চার জন চোর ও দ্বার পালের প্রস্থান।

বিদূ। মহারাজ! আপ্‌নিও যেমন, আপনার মন্ত্রীও তেম্‌নি! "হবাচন্দ্র রাজা আর, গবাচন্দ্র মন্ত্রী"!

রাজা। কেন?

বিদূ। মন্ত্রী বল্লেন শালে দাওগেত শালে দাওগে—শাল ক রকম আছে তা জানেন্?

রাজা। কয় রকম তুমি বল দেখি?

বিদূ। তাও বুঝি জানেন্ না! হা! হা! হা।—

রাজা। তবু শুন্‌তে পাই না?

বিদূ। ছয় রকম্।

রাজা। কি, কি?

বিদূ। গায়ে দেয় শাল, সন ১২৬০ সাল, শাল মাছ. শালকাঁটা. শালকাষ্ঠ, আর চোরকে দিতে বল্লেন যে শালে, সেই এক শাল।

সকলে। (হাস্য)

রাজা। তাইত কে বল্লে হ্যাঁ ভট্টাচার্য্য মহাশয় লেখা পড়া জানেন্ না?

বিদূ। বিলক্ষণ! ও সব কথা শোনেন কেন? উদরে চপেটাঘাত কল্লে——

[কবিরাজের প্রবেশ।

রাজা। আসুন্ কবিরাজ মহাশয়?

কবি। মহারাজ! আজকে একটা বড় অশুভ দর্শন কে এলাম।

রাজা। অশুভ কি?

কবি। আজ্ঞা ভগবানের জ্বর হয়েছ।

রাজা। হ্যাঁ২ তাইতে ভগবানকে এ দুদিন দেখ্তে পাইনে বটে?

বিদূ। (স্বগত) একি! এই ভগবানের শ্রাদ্ধের কথা শুনে একটা যোলাপের যোগাড় কচ্ছিলুম, এ আবার কি?

রাজা। কি ভাব্চো হে?

বিদূ। বড় কিছু নয়, বলি কি বেলাটা অনেক হয়েছে।

রাজা। তা হলেই বা, আহার হয়েছে তঃ

বিদূ। মহারাজ! ও কথা কবেন্ না।

রাজা। (স্ববিস্ময়ে) কেন এখন ও কি তোমার আহার হয় নাই?

বদূ। নরপতে! আপনাদের মতন ত আমাদের বিধাতা পুরুষ তিন্ সকালে মাপান্নি?

রাজা। তোমাদের বিধাতা পুরুষ কি করেণ?

বিদূ। তিনি এতক্ষণ শর বনে পড়ে ঘুমুচ্চেন্?

রাজা। তার পর কি কর্ব্বেন?

বিদূ। এর পর ঘুম্ থেকে উঠে, একটা বিড়ের উপর বোসে, একটা কল্সির কানার উপরে একটা থালি হুঁকোতে, একটা লম্বা নল দিয়ে, আর মেরুর উপর একবার করে একটু ছুঁচোর গু দিয়ে টান্‌বেন্।

জল। মেরু কি রকম?

বিদূ। হা! হা! হা! তাও জানন। অর্থাৎ কল্কের পোঁদ ভাঙা। (সকলে-হাস্য)

বিদূ। বেলা দুই প্রহরের সময় আদাখ্যাঁচড়া করে খাপ্‌বেন।

রাজা। সে কিরকম?

বিদূ। আজ্ঞা হবিষ্যি?

রাজা। সে কি মন্দ?

বিদূ। আপ্‌নাদের মতন ত আমিষ্যি হবিষ্য নয়?

রাজা। ব্রাহ্মণ দের কি রকম?

বিদূ। আজ্ঞা আমাদের নির্মিষ্যি হবিষ্যি।

জল। কেন, আপনি যখন লোকের বাটীতে ফলাহার কত্তে যান?

বিদূ। আরে ব্যেল্লিক! ফলাহারের নাম নেই, কেবল বদ্‌নাম দিতে পারে।

রাজা। কবিরাজ মহাশয়? আপনি ভগবানকে ভাল ঔষধ দেবেন, যেন শীঘ্র আরোগ্য হয়?

কবি। যে আজ্ঞা যাতে সত্বর সুস্থতা পায়, তার চেষ্টা বিধিমতে কর্‌বো।

বিদূ। মহারাজ? ও কবিরাজকে বিশ্বাস কর্ব্বেন্ না? উনি গায়ের মলার ঔষধ করেন।

কবি। তোমার মতন লোক হলে, গায়ের মলা তো পদে আছে, অন্য কত মলা দিয়ে সারতে?

রাজা। মিচে কেন বাগ্বিতণ্ডা কর্চ্চেন?

কবি। তবে মহারাজ আজ আসি?

[কবিরাজের প্রস্থান।

(দ্বারপাল ও একজন চোরের প্রবেশ।)

দ্বার। (ছেলাম করত) মহারাজ? তিন ব্যাটাকে শালে দিলুম, কিন্তু এ ব্যাটাকে দিতে পাচ্চিনা।

রাজা। কেন?

দ্বার। শালের কাছে নিয়ে গেলে বলে যে, আমি একটা বিদ্যা জানি, মরে গেলে সে বিদ্যাটাই লোপ্ পাবে; এজন্য আমি মহারাজকে সে বিদ্যা দোবো?

রাজা। কি বিদ্যা?

চোর। অতি আশ্চর্য্য বিদ্যা?

বিদূ। তোমার স্ববিদ্যা ত নয়?

চোর। আজ্ঞা না?

রাজা। বিদ্যাটাই কি শুনি?

বিদূ। মহারাজ! আপ্নাকে বুঝি অবিদ্যা দেবে।

চোর। মহারাজ! আমি এক তিল সোনাকে পুতে গাছ করে তাতে এক ভরি শোনা ফলাতে পারি।

বিদূ। ঐ বলে তুমি পার পাবে মনে করেছ?

চোর। আজ্ঞা যদি না হয়, তবে আমাকে পুনরায় শালে দেবেন?

রাজা। এ বেশ কথা। তবে কোথায় পুত্যে হবে?

চোর। আজ্ঞা যে খানে বল্‌বেন্? কেবল মাটি হলেই হল।

জল। এখানে হয় না?

চোর। কেন হবেনা? একটা টবে করে মাটি আন্‌লেই হবে।

রাজা। (জলধরের প্রতি) তবে একটা টব্ আনাও?

জল। আজ্ঞা, আনাচ্চি, (উচ্চৈঃস্বরে) রামসিং।
নেপথ্যে। মহারাজ?
জল। মাট্টি সমেত একঠো টব বোলাও তো!
নেপথ্যে। যো হুকুম্।
বিদূ। মহারাজ? চোর ব্যাটার আচ্ছা প্রমাই কিন্তু।
জল। এখনি সব টের পাওয়া যাবে এখন।

(টবহস্তে রামসিংহের প্রবেশ।

হিঁয়া পর রাখ্ দেও!

(টব রাখিয়া রামসিংহের প্রস্থান।

চোর॥ আর একতিল শোনা চাই?
জল। আমিই আনিগে?

[জলধরের প্রস্থান।

বিদূ। জলধর বাবু? তার সঙ্গে কলসি, কাচা, ধন্‌চে ধুনোর——
রাজা। ও সব কেন?
বিদূ। আজ্ঞা চিত্তের যোগাড়্ টাত চাই?
রাজা। (চোরের প্রতি) দেখো যেন্ ফাঁকি হয় না।
চোর। আজ্ঞা তাত আমি আগেই বলে রেখেছি?
বিদূ। কি বলে রেখেছ?
চোর। না হলে আমাকে শালে দেবেন্?
বিদূ। আচ্ছা তুমি যদি এমন্ বিদ্যা যান, তবে কেন চুরি করে মর?
চোর। বোঝ্‌বার ভ্রন্তি?

(জলধরের পুনঃ প্রবেশ)

জল। (চোরের প্রতি) এই সোনা নে?

চোর। (হস্ত পাতিয়া) দিন।

বিদূ। (স্বগত) কোথায় চোরকে শালে দেবে, না কোথায় সোনা—

চোর। মহারাজ! তবে এদিকে আসুন্?

রাজা। কেন?

চোর। যিনি জন্মাবধি চুরি করেন্‌নি, তিনি ভিন্ন পোত-বার যো নাই।

রাজা। (স্বগত) ছেলে বেলা পিতা মাতাকে না বলে কত সামগ্রী সন্ন্যাসীদিগকে দিছি। সেও ত চুরি করা হোল? তবে মন্ত্রীকে বলি।

চোর। মহারাজ! চুপ করে রইলেন কেন?

রাজা। আমি পার্ব্বোনা—

চোর। তবে কে পুতবে?

রাজা। জলধর! তুমি পোত?

জল। মহারাজ! আমি রাজকার্য্যে থাকি, এজন্য আমি পার্ব্বোনা।

চোর। তবে সভ্য মহাশয়দের মধ্যে কেহ আসুন?

সভ্য। আম্‌রা যেতে পারিনা, কারণ ছেলে বেলা কত কি করিছি।

চোর। তবে আপনারা সকলেই চোর?

বিদূ। কাজে কাজেই?

চোর। তবে কেন আমি একলা শালে যাই, সকলের তো যাওয়া উচিত?

(সকলে নিস্তব্ধ)

রাজা। ওহে চোর! তুমি আজ পর্য্যন্ত আমার একজন সভাসদ হলে। তোমার সদৃশ বুদ্ধিমান লোক আর দেখি নাই।

চোর। যে আজ্ঞা। চরিতার্থ হলেন।

বিদূ। (স্বগত) আজকে চোর ব্যাটা যে কার মুখ্ দেখে চুরি কত্তে গেছলো, তা বল্‌তে পারি না। আর আমার আজ ব্রাহ্মণীর মুখ্ না দেখে, চোরপর্য্যন্ত হলুম। সকলেই তাঁর ইচ্ছা।

জল। তবে এখন স্নানের সময় হয়েছে।

[সকলের প্রস্থান।

(পট প্রক্ষেপণ।)

পঞ্চমাঙ্ক।

চতুর্ভুজ তর্কন্যায়রত্নের চতুষ্পাঠী।

(চতুর্ভুজ ও রামদাস উপবিষ্ট।)

চতু। বলি, ওহে রামদাস! অনেক দিন পর্য্যন্ত বিদায় আদায় পাওয়া যায় না কেন বল দেখি? (নস্য গ্রহণ)

রাম। পাবেন কোথায় বলুন্, ছিল এক রাজবাটী তাও এক ব্যাটা চোর কর্ত্তা হয়েছে।

চতু। তাইত হ্যা! যদি সে দিন আমরা থাকৃতুম তা হলে চোর ব্যাটাকেও কর্ত্তা হতে দিতুম না, আর আমাদের ও কিঞ্চিৎ লাভ হোত্তো।

রাম। আর মহাশয়! তখন২ স্বপিণ্ডকরণেই কত পেতুম। এখন আদ্যশ্রাদ্ধেও কিছু জুটে ওটে না।

চতু। তাইত হ্যা! অগ্রে অগ্রে কত গাই পেতুম্, এখন একটা বোকৃনাও জুটে ওঠে না।

(ভোলার প্রবেশ)

ভোলা। ভচ্চাযিয় মোশাই পেন্নাম্‌টী হই। (প্রণাম)।

চতু। কেরে? ভোলা নাকি? ভাল আছিস্ তো?

ভোলা। এজ্ঞে আপ্‌নারা ঝেমন্ দেখ্‌চো।

রাম। তোর এতদাড়ি কেন রে?

ভোলা। এজ্ঞে মোগার মাঠাওরণ গঙ্গা পেয়েহ্যালেন।

রাম। কত দিন হোল?

ভোলা। এজ্ঞে এই (অঙ্গুলি গণনা করিতে২) ছমাস।

চতু। তবে দাড়ি কামাস্‌নি কেন?

ভোলা। এজ্ঞে ভচ্চাযিয় মোশাই! মোগাদের এই হাটের পদ্দিন মার ছরাদ হয়।

চতু। দূর ব্যাটা, সে আবার কি!

ভোলা। মোশাই গো! তোম্‌রা ঝ্যামন্ বিদেন দ্যাও তেম্‌নি মোরা করি।

চতু। আমোলো! আম্‌রা কি তোদের ছয় মাস অন্তর শ্রাদ্ধ কর্ত্তে বলি?

রাম। আপ্‌নি কি পাগল হলেম নাকি?

ভোলা। মোশাই! আগ কর কেন? তোম্‌রা ঝা বল্‌টিকর মোরা তা করি। "মোরা চোক থাকৃতি অন্দ"।

চতু। কেন, তোকে কি বিধান দিচি?

ভোলা। সে দিন মোশার কাচে একটা বিদেন নিতে এয়েহ্যালাম্, তা মোশাই তো বল্টি কল্লে?

চতু। কি বিধান তোকে দিলাম?

ভোলা। মুই মোশার কাচে বল্লুন্ ঝে, মোগার ইস্ত্রী একটা বের্‌তো কর্ব্বে, কিন্তু মোগার গায়ে প্যাঁচ্‌ড়া হয়ে হ্যালো, তুমি বল্টি কল্লে ঝে, তোর গায়ে হয়েছে তা তার কি? মুই বলে হ্যালাম্ তাতে আর আমাতে ঝে অদরঙ্গ।

রাম। দূর্ বেটা!

চতু। আঃ ব্যাটা পুড়িয়ে খেলে দেখ্‌তে পাচ্চি।

ভোলা। মোশাই তবে মুই এসি! এই পেন্নাম। (প্রণাম)

[ভোলার প্রস্থান।

চতু। আপদ্ গ্যাল।

রাম। তাইত মশাই, কোথায় বিদায় আদায়ের কথা পেড়ে মনটাকে ঠাণ্ডা কর্ব্বো, তা নয় ব্যাটা দেশের কথা এনে যোটাতে লাগল।

চতু। তবে রাম দাস! সে দিন জগন্নাথ সার্ব্বভৌমের মাতৃশ্রাদ্ধে বিলক্ষণ বিদেয় পেয়েছ?

রাম। কেন, মশাইতো গিয়েছিলেন?

চতু। বিলক্ষণ! (নস্যগ্রহণ)

রাম। কেন?

চতু। বাপু হে, ও সব মাতালের দলে মেশা আমাদে কর্ম্ম নয়।

রাম। মাতালের দল কি রকম?

চতু। মাতাল নয়, ম্লেচ্ছ ভাষা মুখে আবৃত্তি ক'ল্লেই মাতাল।

রাম। তাতে আপনার কি ?

চতু। বাপু হে, তোমার পিতা ঠাকুর একদিন একটা কি ম্লেচ্ছ কথা মুখে হঠাৎ উচ্চারণ করেছিলেন, তাতে তিনি প্রায়শ্চিত্ত ক'রে তবে শুদ্ধ হয়েছিলেন।

রাম। তাঁদের এ সব ভ্রান্তি।

চতু। তা বল্‌বে বৈকি বাপু তোম্‌রাও ঐ দলে মিসেচো।

রাম। মহাশয়! আম্‌রা যেন মাতাল হলুম, আপনি যে মাতালের পিতা।

চতু। (কর্ণে হস্ত দিয়া) মহাভারত২ ছি! ছি! অমন কথা আর বারদ্বিবার বোলোনা ? কিসে আমি মাতালের পিতা হলুম্ বাপু! (নস্যগ্রহণ)

রাম। কেন মহাশয় তো, আপ্‌নার পুত্রকে ম্লেচ্ছ ভাষা পড়াচ্চেন ?

চতু। বাপু হে, এখনকার কালের স্বরূপ কত্তে হয়।

রাম। তবে ও সব কথা বলেন কেন ?

চতু। ওহে বাপু আর মিছে বাগ্বিতণ্ডায় কাজ নেই চল স্নানের সময় হয়েছে।

রাম। (স্বগত) বাবা! এখন পথে এসো, "চালুনী বলেন ছুচ্‌কে" (প্রকাশ্যে) চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

(পট প্রক্ষেপণ)

ষষ্ঠাঙ্ক।

রাসবিহারীর বৈঠকখানা।

(শয্যোপরি রঞ্জন উপবিষ্ট।)

রঞ্জন। (আঁখি মার্জ্জন করিতে২) আহা! কি অপূর্ব্ব স্বপ্ন দর্শন কল্লেম, প্রিয়ে আমাকে পরিত্যাগ ক'রে কোথায় প্রস্থান কল্লে? আর কি তোমার দর্শন পাবনা? আর কি এ দুর্ভাগ্য কর্ণ তোমার সেই কোকিল নিনাদ তুল্য বাক্যে পরিতৃপ্ত হবে না? প্রে——য়——সি————(নেপথ্যাভিমুখে গিরীশের আগমন) এস ভাই গিরিশ!

(গিরীশের প্রবেশ)

গিরী। রঞ্জন! আজ তোমাকে এরূপ মলিন দেখচি কেন ভাই, মনে কি বিষাদ উপস্থিত হল?

রঞ্জ। ও কথা আর ভাই আমাকে জিজ্ঞাসা কোরো না।

গিরী। কেন? আমি যদি কিছু সমতা কত্তে পারি?

রঞ্জন। তুমি তার কি কর্ব্বে ভাই?

গিরী। বলই না শুনি। মনের দুঃখ বন্ধুর কাছে প্রকাশ কল্লে সে দুঃখের অনেক সমতা হয়।

রঞ্জ। তবে শুন। যেন আমি একটী সুশোভিত উদ্যানে গিয়ে তন্মধ্যস্থ সরসিকূলে বিশ্রাম লতেছি, এম সময় একটী স্বর্গবিদ্যাধরী তুল্য ললনা ফুলের মাঝে

লয়ে সহসা আমার নিকটে এসে গলায় মালা প্রদান পূর্ব্বক বল্লে "মহাভাগ"! অদ্য অবধি আপনাকে আমি পতিত্বে বরণ কল্লেম। এবং আপনাকে জীবন যৌবন মন সমর্পণ কল্লেম।

গিরী। (সোৎসুকে) তার পর তার পর?

রঙ্গ। তার পর, আমার বামভাগে বোসে কণ্ঠদেশে বাহু লতা বেষ্টন পূর্ব্বক অনেক্ষণ মিষ্টালাপ ও প্রেমালাপ কত্তে লাগ্‌লো। কিয়ৎক্ষণপরে এক বৃদ্ধা এসে বল্লে, রাজকন্যা! শীঘ্র আসুন্, মহারাণী আপনাকে ডাক্‌ছেন, অতএব ওঁকে এস্থান হতে শীঘ্র বহির্গত করে দিন, নচেৎ বিপদ দেখ্‌চি। যখন বৃদ্ধার প্রমুখাৎ এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ কল্লেম, তখন আমাদের উভয়ের মস্তকে যেন শত বজ্রাঘাৎ পতিত হল। রাজকন্যা ক্রন্দন কত্তে২ আমাকে বল্লেন প্রাণেশ্বর! ঈশ্বর আমাদের প্রতি অত্যন্ত প্রতিকূল, নচেৎ এমন হবে কেন? অতএব আপনি, এ——স্থা——ন———(ক্রন্দন) আমি বল্লেম, প্রাণেশ্বরি! যদি আমাদের প্রেমানুরাগ থাকে, তাহলে পুনরায় মিলন হবে, তবে এখন আসি। এই বলে যেমন উঠ্‌বো, অম্‌নি নিদ্রা ভেঙে গেল। (দীর্ঘ নিশ্বাস)

গিরী। বন্ধো! সামান্য স্বপ্নে এত কাতর হওয়া জ্ঞানবানের উচিত নয়, ধৈর্য্য অবলম্বন কর।

রঙ্গ। সখে! যা বোল্‌চো তা মিথ্যা নয়, কিন্তু যত দিন সেই কামিনীর দর্শন না পাবো, তত দিন অন্বেষণ কোর্ব্বো, তৎপরে প্রাণ ত্যাগ——

গিরী। সে কি রঞ্জন! তুমি পাগল হোলে নাকি! ছি ছি লোকে বোল্‌বে কি এ যে কাপুরুষের কাজ?

রঞ্জ। আর ভাই বিচ্ছেদ যন্ত্রনা সহ্য করা যায় না। (নেপথ্যে বিনামার ধ্বনি) চুপ কর কে আস্‌ছে।

(রাসবিহারীর প্রবেশ)

গিরী। মহাশয়! আপ্‌নার সহিত একটা কথা আছে।

রাস। কি কথা?

গিরী। বল্‌চি।

রাস। রঞ্জন! মুখ ধোওগে বেলা হয়েছে।

রঞ্জ। আজ্ঞা যাই।

[রঞ্জনের প্রস্থান।

গিরী। একটা বড় ভয়ানক ব্যাপার হয়েছে?

রাস। (সোৎসুকে) কি কথাটাই শুনি না?

গিরী। রঞ্জন একটা স্বপ্ন দেখেছে তাইতে একেবারে তার মন খারাপ হয়ে গেছে। অতএব শীঘ্র বিবাহের চেষ্টা দেখুন্ নচেৎ ক্ষিপ্ত হবার সম্ভাবনা?

রাস। বুঝিছি, বিবাহের ও সম্বন্ধ স্থির করিছি?

গিরী। কোথায়?

রাস। আমার শালির সহিত।

গিরী। কন্যাটী কি রকম?

রাস। কন্যাটী অতি সুন্দরী, কিন্তু একটু বয়েস হয়েছে।

গিরী। কত হয়েছে?

রাস। ১৪। ১৫ বৎসর।

গিরী। তা বেশ সাজবে, এখন আপনি চেষ্টা দেখুন গে "শুভস্য শীঘ্রং" ?

রাস। তা তোমায় বোলতে হবে না। তবে এখন আমি যাই, যাতে সে ঠাণ্ডা থাকে তাই কোরো।

[রাসবিহারীর প্রস্থান।

(রঞ্জনের পুনঃ প্রবেশ)

গিরী। রঞ্জন, তোমার দাদা কি অমায়িক লোক ভাই!

রঞ্জ। (উপবেশন পূর্ব্বক) কেন, তুমি বুঝি সেই সব কথা বলেছ?

গিরী। তাতে হান কি ?

রঞ্জ। (জিহ্বা কর্ত্তনপূর্ব্বক) ছিঃ! তুমিতো আচ্ছা মজার লোক? তিনি মনে কল্লেন কি বল দেখি?

গিরী। (কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া) মনে আর কি কোর্ব্বেন, যাতে হয় তাই তিনি কোত্তে গেছেন।

রঞ্জ। তোমার কাছে বলাই অন্যায় হয়েছে।

(পত্র হস্তে এক বৃদ্ধার প্রবেশ)

গিরী। কেগা বাছা? কাকে খোঁজো?

বৃদ্ধা। রঞ্জন বাবু কোথায় গা?

রঞ্জ। (স্বগত) একে যেন এক বার দেখিচি বোধ হর্চ্চে। (প্রকাশ্যে) আমারী নাম রঞ্জন।

বৃদ্ধা। এই নাও। (পত্র প্রদান)

রঞ্জ। (পত্র পাঠ করিয়া স্বগত) আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌চি, না, এইতো গিরীশ সম্মুখে বোসে রয়েছে। তবে কি সত্যই?

গিরী। কি ভাব্‌চো? পত্র খানা দেখি।

রঞ্জ। (গিরীশকে পত্র প্রদান) এই দেখ?

গিরী। (পত্র পাঠ করিয়া সাহ্লাদে) সখে! বোধ হয়, ঈশ্বর তোমাদের প্রতি অনুকূল আছেন, তাতেই বোধ হয় শীঘ্র মিলন হবে।

বৃন্দা। তবে এক খানা পত্রের জবাব দিন।

রঞ্জ। হাঁ দিতে হবে বৈকি।

গিরী। তবে 'শুভস্য শীঘ্রং'।

রঞ্জ। (বৃন্দার প্রতি) বাছা ওখান থেকে দোয়াত, কলম আর একখানা কাগজ আনোতো?

বৃন্দা। (মস্যাধার প্রভৃতি আনিয়া) এই নিন্।

রঞ্জ। দাও। (পত্র লিখন)

গিরী। পড় দেখি শুনি?

রঞ্জ। শোন।

পত্র।

শিরোনামা।

দেহান্তঃকরণাভিন্না গুণাধিকা স্বধর্ম্মপরিপালিকা শ্রীমতি জ্ঞানদাকুমারী দাসী সাবিত্রী ধর্ম্মাশ্রিতেষু।

পাঠ।

পরম প্রণয়ার্ণব কলেবরাঙ্গ সম্মিলিত নিতান্ত প্রণয়াশ্রিত শ্রীরঞ্জনকুমার ঘোষ ঝটিত ঘটিত বাঞ্ছিতান্তঃকরণে

বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ অত্র শুভ বিশেষঃ। প্রাণেশ্বরি! তব সহিত স্বপ্ন মিলন অবধি অত্যন্ত বিচ্ছেদ যন্ত্রনা সহ্য করিতেছি, কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ শুনিলাম অগ্রজ মহাশয় তোমার সহিত বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন। ইহা শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলাম,পরে তুমি যদি কৃপাকরে শ্রীচরণে স্থান দাও, তাহা হইলেই এ অধীন কৃতার্থ হইবে, ইত্যলং।

হরিহর পুর
১১ই জ্যৈষ্ঠ } প্রণয়াকাঙ্ক্ষি শ্রীরঞ্জনকুমার ঘোষ।

গিরী। বেশ হেয়েছে। তবে শীঘ্র করে দাও অনেক দূর যাবে।

বৃদ্ধা। (পত্র গ্রহণ) এখন তবে আসি?

[বৃদ্ধার প্রস্থান।

গিরী। এখন কর্ম্মটা শীঘ্র সম্পন্ন হলে হয়।

গিরী। চল ব্যালা অনেক হয়েছে। (গমনোদ্যত)

নেপথ্যে। বোম্ ভো—ও—ও—লা (পুনপু্ন শঙ্খধ্বনি)

রঞ্জ। ও আবার কিসের শব্দ হে?

গিরী। ও তোমার ভায়রাভাই, এক জনের প্রনয়ে পড়েছে।

রঞ্জ। (সোৎসুকে) ওকে একবার ডেকে আন্‌লে হয় না?

গরী। আচ্ছা তবে আন্‌চি?

[গিরীশের প্রস্থান।

রঞ্জ। (স্বগত) ভাইত, পৃথিবীতে সকলেই কি ঐ রোগে আক্রান্ত? কি আশ্চর্য্য!

(বাম হস্তে গাঁজার হুঁকা ও দক্ষিণ হস্তে শঙ্খ, পুনর্পুন ধ্বনি করিতে২ এক গাঁজা খোর এবং গিরীশের প্রবেশ)

গাঁজা। কেন বাবা ডাক্‌লে?

গিরী। তোম্‌রা ও নেশা কর কেন?

গাঁজা। একবার বাবা খায়িয়ে দিতে পার, তা হলে বোলতে পারি।

গিরী। তার আশ্চর্য্য কি? এই আনাই। (উচ্চৈঃস্বরে) ও—ও—মালিই—ই, একবার এখানে আয়তো।

(মালির প্রবেশ)

মালি। মোতে ডাকিচ্ কাঁইকি?

গাঁজা। বাবু, ওজন্তুটাকে তাড়িয়ে দাও।

মালি। ইস্, তু অথনে আসিলি কড়?

গাঁজা। আচ্ছা তোদের পূর্ব্ব পুরুষের নাম বল দেখি?

মালি। তোড়্ সড়মুখে মু বলিবু কাঁইকি সে মস্তড় যে গুড়ু কর্ণে দৌছি।

গিরী। (গাঁজা খোরের প্রতি) তুমি জান কি?

গাঁজা। হা! হা! হা! বিলক্ষণ! তবে শোন; (মালির প্রতি) শোন্ বেটা; কদাকারের পুত্র আবাগে, তার ব্যাটা ভূত, ভুতের চার পুত্র—বাঙ্গাল্, উড়ে, নেড়ে, ধাঁওড় শুনলি।

রঙ্গ। (ঈষদ্ধাস্য) তুমি তো খুব বুদ্ধিমান।

গাঁজা। ওহে বাপু, মৌতাত করাও আগে, তার পর কত বুদ্ধি টের পাবে এখন যেমন "বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি"।

গিরী। (মালির প্রতি) শীগিগর দু পয়সার গাঁজা আনৃতো

মালি। যে আঁড়গে।

[মালির প্রস্থান।

গিরী। তোমার নিবাশ কোথায়?

গাঁজা। শ্রীপাঠ এঁড়েখালি।

গিরী। এখন যার্চ্চো কোথায়?

গাঁজা। যে খানে মহাদেবের আজ্ঞ্যা।

(গাঁজা লইয়া মালির প্রবেশ)

রঞ্জ। (মালির প্রতি) ওকে দে।

গাঁজা। বাবু তোম্‌রা আরজন্মে আমার মা বাপ ছিলে।

গিরী। (হাস্য করিতে২) গাঁজার মহিমা২।১ টা বল।

গাঁজা। তবে শোন।

দশরথ খেয়ে গাঁজা করিল পারণ।
যুধিষ্ঠির করেছিল সীতারে হরণ॥

ভীমসেন খেয়ে গাঁজা, বলবীর্য্যে হয়ে তেজা,
রাবণেরে দিল বনবাস।
সেই রাগে বিদ্যাবীরে, বার করাইল হীরে,
থাকিতে ইন্দ্রজিতের বাস॥
খেয়ে রাম গাঁজা, মোরে দিল সাজা,
যবে ছিনু কলিকালে।
তার বাপ হনু, গাঁজাতে নিপুনু,
দিল মোরে ছাগদলে॥

আমি সুচতুর, চিনি অন্তঃ পুর,
গেনু তথা এক দিন।
খেয়ে গাঁজা খোলা, হয়ে বোম্ ভোলা,
মারিলাম তাদের শিং॥

(পুনর্পুন শঙ্খধ্বনি।)

গিরী। (হাস্য) তোমার কবিতা শক্তি তো বেশ আছে?
গাঁজা। ওহে আমরা প্রথম কালিদাস, ন্যাজ খসে এমন হইছি।
রঞ্জ। (হাস্য করিতে২) তবে একটা গাঁজার গীতগাও দেখি?
গাঁজা। শোন।

গীত।

রাগিতী পাহাড়ী--তাল খ্যাম্‌টা।

গাঁজাতে ডুবে আছে এ ত্রিসংসার হে।
চরস,গাঁজা, গুলি, মদ, যেনা জানে এদের সদ,
না জানে প্রভাসের গদ,তার জীবন অসার হে॥

ভো—ও—ও—লা (পুন পুর্ন শঙ্খধ্বনি ও উথান)
গিরী। কোথা যাও?
গাঁজা। আর বাবা অনেক বেলা হয়েছে, আজ আসি।
রঞ্জ। ভো ও—ও—লা (পুনর্পুন শঙ্খধ্বনি)।

[সকলের প্রস্থান।

(পট প্রক্ষেপণ)

সপ্তমাঙ্ক।

(রাজান্তঃপুরের একদেশ।)

(জ্ঞানদা উপবিষ্ট)

জ্ঞান। (স্বগত) আহা! প্রাণেশ্বরের সহিত আমার কি মিলন হবে? বিধি, পুরুষদিগের শরীরে যে সকল গুণ থাকিতে হয়,তাহা একাধারে সঞ্চিত করে সে পুরুষ শ্রেষ্ঠকে নির্জ্জনে বোসে গঠন করেছেন। আহা! কি রূপলাবণ্য একবার স্বপ্নেতে মিলন হয়েছিল তাইতেই যেন তাঁর প্রতিমূর্ত্তি আমার হৃদয়াগারে চিত্রিত হয়েরয়েছে। হে বিধাত! আমাদের আপনিই এই প্রেমাঙ্কুর অঙ্কুরিত করেছেন, অতএব, বোধ হয় কখনই নির্ম্মূল কর্ব্বেন না। সে যাহা হউক, চিত্ররেখাকে যে পাঠালুম্ তো সে এখন ও আস্‌চে না কেন? তিনিই বা আস্‌তে অস্বীকার কল্লেন্, তা যদি করেন তা হলে তো পিতা আর আমাকে দেখ্‌তে পাবেন্ না। বাঃ! আমি কি নিষ্ঠুরা, আমার জন্যেও তাঁকে শোকান্বিত হতে হবে?

(চিত্ররেখার প্রবেশ)

(সোৎসুকে) এসো চিত্ররেখে! খবর কি?

চিত্র। দাঁড়াও, তোমার যে আর ত্বর সয়না, তুমি "গাচে না উঠ্‌তে উঠ্‌তেই এককাঁদি" চাও যে?

জ্ঞান। এখন কি তুই তামাসার সময় পেলি না? বল না কি কল্লো?

চিত্র। হবে আর কি, কর্ম্ম সিদ্ধি বটে।

জ্ঞান। তিনি কি বল্লেন তা বল? তুই যে অর্দ্ধেক কথা পেটে আর অর্দ্ধেক মুখে রাখিস্।

চিত্র। তিনি বল্লেন্ যে আজ সন্ধ্যার সময় যাবো।

জ্ঞান। (সহর্ষে) তবে কি সত্য সত্যই?

চিত্র। তোমার সঙ্গে আর বোক্‌তে পারি না। এই বল্লুম্ আস্‌বেন, সত্যি না মিথ্যা নাকি?

জ্ঞান। চিত্ররেখে! তুই আজ আমার যে কি সুসমাচার এনেছিস্, তা তোকে আর কি পারিতোষিক দোবো! (আপনার কণ্ঠ হইতে হার লইয়া) এই হার ছড়াটা গলায় দে! (চিত্ররেখার কণ্ঠে দেওন)

চিত্র। তোমাদের খেয়ে পোরে আমাদের সাত পুরুষ মানুষ হয়ে আস্‌চে, তাতে আবার এ দোয়া কেন? এখন কি কত্তে হবে তা বল?

জ্ঞান। গুচ্চির ফুলটুল তুলে আন্‌গে যা।

চিত্র। যাই।

[চিত্ররেখার প্রস্থান।

জ্ঞান। (চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করত স্বগত) ইস্! আজ্‌কে সূর্য্যদেব যেন সমস্ত পৃথিবীকে ধ্বংশ কত্তে বোসেছেন! চতুর্দ্দিকে প্রাণিগণ তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে জলান্বেষণ কচ্চে! বিহগ কুল আপন২ নীড়ে বোসে নিস্তব্ধে কাল যাপন কচ্চে। কি আশ্চর্য্য! এই এতাদিক তেজোময় দেখাচ্ছিল, এর মধ্যে

একেবারে ধূসর বর্ণ হয়ে গেল! তা কৈ এখনত আমার প্রাণেনাথ এলেন্ না?

(পুষ্প সাজিহস্তে চিত্ররেখার প্রবেশ)

চিত্র। মালা গাঁথবো কি?

জ্ঞান। হ্যাঁ দুজনে গাঁথি আয়। (উভয় মালা গ্রন্থন)।

(গৃহ পশ্চাতে রঞ্জনের প্রবেশ)

রঞ্জ। (স্বগত) কৈ কাহাকেও তো দেখ্‌তে পাচ্চিন ? চিত্ররেখা বলেছিল যে গবাক্ষের দ্বারে দাঁড়িও, তাই একবার দেখি (গবাক্ষের নিকট দণ্ডায়মান)

চিত্র। এবারকার জামাইটী বেশ হয়েছে।

রঞ্জ। (স্বগত) এই যে, চিত্ররেখার গলা নয়?

জ্ঞান। হোক আগে, তোর যে আর ত্বরসয়না! আচ্ছা চিত্ররেখে! এখন তো ঢের রাত্তির হয়েছে, তবে কেন তিনি এখনও আস্‌চেন না?

রঞ্জ। (স্বগত) এই যে আমার প্রাণেশ্বরী, তবে একবার কেন কণ্ঠ শব্দ করিনা? (নেপথ্যে কণ্ঠ ধ্বনি)

চিত্র। (সচকিতে) কে গা?

জ্ঞান। তুই গবাক্ষের কাছে গিয়ে দেখনা।

চিত্র। (গবাক্ষের নিকট গিয়া) কে শব্দ কল্লে গা?

নেপথ্যে। আমি গো!

চিত্র। কে তুমি?

নেপথ্যে। আমি তোমাদের রাজকন্যার প্রণয় প্রয়াসী; এখন চিন্‌তে পাল্লে তো?

চিত্র। (জিহ্বাকর্ত্তণ পূর্ব্বক) দিদি তিনি এয়েছেন।

জ্ঞান। (সোৎসুকে, তবে শীঘ্র নিয়ে আয়?

(জ্ঞানদার অবগুণ্ঠন বদনে অবস্থিতি)

চিত্র। মহাশয়, তবে ঘরের ভিতর আসুন।

নেপথ্যে। যাচ্চি।

(রঞ্জনের প্রবেশ ও উপবেশন)

চিত্র। মহাশয়! আপনাকে অনেক কটু কথা বলিছি তার জন্য কিছু মনে কর্ব্বেন না?

রঞ্জ। মনে আর কোর্ব্বো কি? এখন তোমাদের রাজ কন্যের কুশল তো?

চিত্র। আমাদের রাজকন্যা কি রকম?

রঞ্জ। কাজে কাজেই, আমার যদি হোতো তা হোলে জিজ্ঞাসা ও——,

জ্ঞান। এখন আপনি বল্‌বেনইত? সমস্ত প্রাণ মন দিইছি কি না?

রঞ্জ। দিলে কৈ? তা হোলে ওখানে অমন করে বোসে থাক্‌তে না।

চিত্র। মহাশয়, অনেক রাত্রি হয়েছে এখন তবে আসি।

রঞ্জ। সে কি, আগে দুটো মিষ্টালাপই কর।

চিত্র। যিনি কোর্ব্বেন তিনি এক পাশে বোসে রইলেন হ্যাঁগো দিদি ঠাক্‌রুণ তুমি কি ভদ্রলোককে কষ্ট দিতে এনেছ? এসো (জ্ঞানদার হস্ত ধরিয়া রঞ্জনের বাম পার্শ্বে উপবেশন করণ)

রঞ্জ। প্রেয়সি! আমার উপর যদি তোমার রাগ হয়ে থাকে তা হোলে বল, তার নিবারণার্থে চেষ্টা পাই।

জ্ঞান। ছি, ছি প্রাণেশ্বর এমন কথা কি মুখে আনতে আছে! আমি মনে করেছিলাম যে, আপনি রাগ

করেছেন এতে এমন কথা বোলবেন তা কেমন করে জানবো!

রঞ্জ। আহা! কি সুমধুর স্বর, কি অমৃত ময় বাক্য, শ্রবণ কল্লে শ্রবণেন্দ্রিয় শীতল হয়। আমি পুনর্জ্জন্মে কত যে পুণ্য সঞ্চয় করেছিলাম তাহা অনির্ব্বচনীয়; না হোলে এমন সর্ব্বগুণসম্পন্না রাজতনয়া আমার সহধর্ম্মিনী হবেন কেন!

জ্ঞান। প্রাণনাথ! আপনি যে আমার উপর সন্তুষ্ট আছেন এই আমার পরমসৌভাগ্য?

রঞ্জ। আহা! লোকে বলে যে রাজকন্যা সর্ব্বগুণ সম্পন্না তা তোমাতেই প্রকাশ পাচ্চে?

জ্ঞান। তবে কেন গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহটা বাকি থাকে?

রঞ্জ। কেন আমাদের বিবাহ তো স্বপ্নেতে হয়েছে?

জ্ঞান। একবার জাগ্রত অবস্থায় করা তো উচিত?

রঞ্জ। আচ্ছা, তার হান কি।

জ্ঞান। চিত্ররেখে! এই বার তোমার পারিতোষিকের সময়। আর ঐ দুছড়া মালা আনোতো?

চিত্র। (মালা আনয়ন) রাজনন্দিনী! এইনিন?

জ্ঞান। ওঁর গলায় এক ছড়া দাও আর এক ছড়া আমাকে দাও? (উভয়ে মালা বদল)

চিত্র। তবে আমি আসি? আবার কাল সকালে আস্‌বো।

জ্ঞান। হাঁ অনেক রাত্রি হয়েছে, কাল খুব সকাল কোরে আসিস্? এঁকে গুপ্ত ভাবে বার করে দিয়ে আস্‌তে হবে?

চিত্র। আচ্ছা তার কোন আশঙ্কা নেই?

[চিত্র রেখার প্রস্থান।

জ্ঞানদা ও রঞ্জন অর্গল বদ্ধপূর্ব্বক শয্যায় শয়ন।

(গৃহ সম্মুখে প্রহরীদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম। দেখ্ ভাই বড়দা অ্যাদ্দিন্ মহারাজার ঘরে কর্ম্ম কচ্চি, আজ একটী যে সুন্দর পুরুষ দেখিচি অমন্ মাইরী কখ্যন দেখিনি।

২য়। কোতা দেকৃলি রে?

১ম। মাইরী তেম্নিতারা যদি আমার একটী বউ হয় তা হলে কত মজা করি।

২য়। আরে সে যে পুরুষ?

১ম। কেন, মেয়ের মতন কাপড় পড়িয়ে?

২য়। দুর্ তা কখন হয়ে থাকে।

১ম। হ্যাঁগা দাদা আমার বে দিবি কবে গা?

২য়। দুদিন যাগ, মেয়ের আম্‌দানী আসুগ তার পর দেবো।

১ম। (মুখ ভঙ্গি করণ) দাদা কি মজার লোক দেখেচ? আপনার বেলা আঁটা আঁটি, আর পরের বেলা দাঁত কপাটি।

২য়। কেন?

১ম। আপ্‌নি একটী কেমন্ কাল কুচ্ কুচে মোটা শোটা গুম্‌দো২ খোদার খাসি দেখে বে করেচ, আর আমার হয়তো একটা ফ্যাকাশে রোগা দেখে দেবে।

২য়। ওরে? ও সব কথা রেকে দে, সে সুন্দর পুরুষ কোথা গেল বলে দিকিন্?

১ম। না দাদা ও কতাটী বোল্‌তে পার্ব্বনি।

২য়। বলনা, তেমন তেমন হয়তো রাজা মশার কাচে বোকশিস্ মার্ব্বো?

১ম। তবে শোন্২?

২য়। বল্।

১ম। দেখ দাদা সে কতাটী বড়্‌ড কতা কিন্তু?

২য়। বল্‌ই না কোথায় আছে?

১ম। সেই স্থন্দর মানুষটী বরাবোর এখানে এলো?

২য়। তার পর?

১ম। তার পর, খানিক্ষণ দাঁড়িয়ে কি ভাব্‌লে, ভেবে, ঐ যে রাজাদের দেলে গত্ত গত্ত পানা কি বলে—

২য়। গবাক্যি?

১ম। হঁ্যা২, সেখানে গিয়ে একটা গলা খেঁকারি দিলে?

২য়। (সোৎস্থকে) তার পর?

১ম। তার পর, ঘরের ভেতোর থেকে কে যেন বল্লে যে, ঘরে আস্থন, তা সেও এই (অঙ্গুলি প্রদর্শন) ঘরে ঢুক্‌লো।

২য়। আচ্ছা তুই একানে বোস, আমি রাজাকে খবর দিইগে তার পর মজা দেখ্‌বি এখন?

১ম। আচ্ছা তুই যা; কিন্তু শীগ্গির করে আসিস্?

২য়। তা বোল্‌তে হবে না।

[২য় প্রহরীর প্রস্থান।

১ম। (স্বগত) হুঁঃ, দাদা আবার রাজার কাচে যাবে? সে এঁতক্ষণ বউয়ের কাচে গেচে। তা আমার বে কবে বে হবে, তা পের্জ্জাপতিই জানেন। তা বে

করিইবা কি হবে? সমস্ত রাত্রিরই চৌকি দিতে যাবে! না মদ্যে২ একবার করে বউয়ের কাচে যাবো, তাহলেই হবে। বাঃ! দাদা কি শীগ্‌গির এলো দেকেচ? এতক্ষণ হয়তো বউ নিয়ে শুয়েচে। আচ্চা কাল্‌কে রাজার কাচে নালিস্‌ কোর্ব্বো যে, রাজা মোশাই! আমার দাদা সমস্ত রাত্রির বউনিয়ে শুয়ে থাকে আর আম্মি চৌকি দি? (সচকিতে) ঐরে, কারা সব আস্‌চে রে! বাবা! এতনোক, একপাশে দাঁড়াই বাপু? (একপার্শ্বে দণ্ডায়মান)

(রাজা, জলধর, হলধর ও প্রহরীর প্রবেশ)

জল। (দ্বারাঘাৎ করত) দোর খোল্‌।

নেপথ্যে। (নিস্তব্ধ)

হল। (উচ্চৈঃস্বরে) দোর খুলে দাও?

নেপথ্যে। কে গা?

রাজা। শীঘ্র দ্বার মোচন কর্‌ নচেৎ এখনি তোদের প্রাণদণ্ড কর্ব্বো।

জ্ঞান। (দ্বার মোচন করত এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান) কি হয়েছে গা? এত গোল কেন?

রাজা। (জনান্তিকে) উনি আর কিছু জানেন্‌ না?

হল। (গৃহে গমনকরত) মহারাজ! প্রহরী যা বলে ছিল তা সত্য। একজন বিদেশী যুবা জ্ঞানদার শয্যায় নিদ্রিত রয়েছে।

রাজা। পাপাত্মাকে শীঘ্রকরে বের করে আন।

হল। (শয্যার নিকটে গমন) ইস্‌! বড় নিদ্রা যে, (গাত্রে হস্তার্পন) নাগর কানাই ওঠো২।

রঞ্জ। (নিদ্রাবস্থায়) কেও প্রেয়সি এসো (হস্ত প্রসারণ)

হল। আমি তোমার প্রিয়-অসিই বটে। এখন ওঠো।—

রঞ্জ। (চক্ষু উন্মীলন) আপনি কে মহাশয়?

হল। ঘর থেকে আগে বেরিয়া এসো, তার পর পরিচয় পাবে এখন?

রঞ্জ। (হলধরের পশ্চাতে গমন করত রাজার সম্মুখে দণ্ডায়মান)

রাজা। প্রহরি! শীঘ্রকরে এ দুরাত্মারে বন্ধণ কর্?

প্রহ। যে আজ্ঞা! (রঞ্জনের হস্ত বন্ধন ও স্বগত) হুঁ বাছা, সুক কোত্তে এয়েচেন রাজার বাড়ী জানেন্ না যে এ শম্মা আচে?

রাজা। (স্বগত) আহা কি অপূর্ব্ব রূপ, এমন রূপতো কখন দেখি নাই? (প্রকাশ্যে) রে নরাধম্! ক্ষুদ্র শৃগালের পুত্র হয়ে, সিংহের কন্যাকে হরণ করিছিস্? জানিস্ না যে, এ রাজ্যে চৌর্য্য বৃত্তি একেবারে নিম্মূল্ হয়েছে? তোর্ কি প্রাণে ভয় নাই।

রঞ্জ। মহারাজ! তাই যদি থাক্‌বে তবে এ কর্ম্ম কোর্ব্বো কেন? (অধোবদনে অবস্থিতি)

রাজা। জলধর! এখনি এ দুরাচারের প্রাণ বিনাশের উপায় কর দেখি ওর প্রাণে ভয় আছে কি না?

জল। নরপতে! সমস্ত দোষ বিচার না কোরে প্রাণদণ্ড অবিধেয়। মহারাজ অবিচারে সমস্ত রাজ্যে অনাবৃষ্টি হয়, অতএব সুবিচার করুণ ও রাজকন্যাকে জিজ্ঞাসা করুণ তা হোলেই সমস্তটের পাওয়া যাবে এখন।

রাজা। (জ্ঞানদার প্রতি) রে কুলাঙ্গারি! তুই কি এই পবিত্র রাজবংশকে কলঙ্কিত করবার্ জন্যে জন্ম গ্রহণ কোরে ছিলি? রে পাপচারিনি! রে ব্যভিচারিনি! তোর মরণের কি এখন ইচ্ছা হচ্চে না? তুই এর কি জানিস্ বল, নচেৎ এখনি তোর প্রাণদণ্ড কোর্ব্বো। পূর্ব্বে আমি জানিতাম তোর চরিত্র অতি নির্ম্মল, তুই যে রাজকন্যা হয়ে, এমন ঘৃণাস্পদ কর্ম্ম কর্ব্বি, তা কেমন করেই বা জানিব। হায়! হায়! তোর গর্ব্ভধারিণী কেন তোকে সূতিকা গৃহে মেরে ফ্যালেনি, তা হলে ত আমাকে এরূপ দুরপণেয় কলঙ্কে পতিত হতে হতো না? তোর জন্যে আমার লোকের কাছে মুখাবলোকন করাতে লজ্জা কচ্চে।

জ্ঞান। পিতঃ! ওঁর কিছুমাত্র দোষ নাই, সকলই আমার। আপনি এর বিচার করুণ।

রঞ্জ। মহারাজ! রাজকন্যা কোন দোষে দুষিত নহেন্। এই দুরাচারই (আপনার দিকে অঙ্গুলি দর্শাইয়া) সকল দোষের মুলীভূত কারণ। (স্বগত) কি অশুভ ক্ষণেই যে বাড়ী থেকে বেরিয়া ছিলাম্, তাহা বচনাতীত। পরিশেষে কি বন্ধন দশায় পোড়্তে হোল? হা বিধাত! তোমার মনে কি এই ছিল? হায়! কেনইবা গিরীশের বাক্য অবহেলা কল্লেম, তা হোলে তো নির্দ্দোষী রাজ-বালাকে কলঙ্ক সাগরে নিমগ্ন করিতাম না? এখন ত্বরায় প্রাণ বিনাশ হলেই হয়। হায়! পিতা মতা কোথা রইলেন? আমার মৃত্যু হোলে বোধ হয়

কত শোকান্বিত হবেন? (অশ্রু পতন) তা কাজে কাজেই, এমন কুলাঙ্গার পুত্রকে যখন মাতা গর্ব্ভে- ধারণ করেছিলেন তাতে অনেক ক্লেশ তাঁদের সহ্য কর্‌তে হবে! (দীর্ঘ নিশ্বাস)

রাজা। দুরাত্মা আবার কাঁদ্‌চে! তবে নাকি তোর প্রাণে ভয় নাই? জলধর শীঘ্র এই (জ্ঞানদা ও রঞ্জনের প্রতি অঙ্গুলি দর্শাইয়া) দুইজনেরপ্রাণবিনাশ করগে!

জল। নরপতে! প্রাণদণ্ড কখনই শ্রেয়ঃনহে, কারণ কেহই কাহাকে দোষী কোর্চ্চে না।

রাজা। (কিঞ্চিৎ রোষ প্রকাশ পূর্ব্বক) মন্ত্রি! তুমি কি আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন সাধনা কচ্চ? বোঝ না! শীঘ্র কোরে আমার চক্ষের বহির্ভূত কর। আর, উভয়ের শোনিত দেখ্‌তে চাই!

জল। যে আজ্ঞা। (স্বগত) আমি তো এখন এ দুজ- নকে লুকিয়ে রাখি গে! তার পর কি করেন দেখা যাবে। (প্রকাশ্যে প্রহরী দ্বয়ের প্রতি) তোরা এ দুজনকে আমার সঙ্গে নিয়ে আয়?

প্রহ। যে হুকুম চলুন?

রাজা। হলধর! ঐ ছেলেটীর কেমন আশ্চর্য্য রূপ? আহ! জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য কৌশল, যেমন আমার সর্ব্ব গুণালঙ্কৃত দুহিতা জ্ঞানদা, তদনুরূপ পতিও পরিগৃহীত হয়েছে। দেখ মন্ত্রী? অনেকা- নেক সুরূপ মনুষ্য অবলোকন করিছি, কিন্তু উক্ত যুবার নিকটে তাহারা রূপে গুণে-এং সামান্য।

হল। আর মহারাজ! আপনি যখন প্রাণ নাশের আজ্ঞা দিলেন, তখন আর আপ্‌নার আক্ষেপের ফল কি?

রাজা। হলধর! আমি কি তাদের প্রাণ নাশের আজ্ঞা দিচি! না! অন্তঃ পুরে রেখে আস্‌তে বল্লুম।

হল। মহারাজ! উন্মাদ হোলেন না কি?

রাজা। ওহে, শীঘ্র করে আমার জ্ঞানদাকে ও সেই নবীন যুবককে নিয়ে এসো!

(জলধরের প্রবেশ)

জল। মহারাজ! আপনার আজ্ঞানুযায়িক কার্য্য করা হয়েছে।

রাজা। কি বল্লে? একটু স্পষ্ট করেই বল না। (অশ্রু পতন)।

জল। একি! মহারাজ এখন হলেন কেন? সেই দুজনের প্রাণ বিনাশ করা হয়েছে।

রাজা। কি বল্লে? (মূর্চ্ছা ও পতন)

জল। একি হলো! (হলধরের প্রতি) শীগ্‌গির খানিকটে জল নিয়ে এসো?

[হলধরের প্রস্থান।

শেষে কি এই হোলো? হে বিধাতা! শীঘ্র আমাদের মহারাজের মূর্চ্ছা ভঙ্গ করুণ হা ঈশ্বর! এতাদৃশ জনপদে কি পরিশেষে এই হল! হে রাজন? আপ্‌নার কি ঈদৃশ ভূমি শয্যা ভাল দেখায়? যে দেহ সুগন্ধোৎকৃষ্ট কুসুম শয্যায়, ও চতুর্দ্দিকে অপ্সরা নিন্দিত ললনায় পরিবেষ্টিত থাকায় কদাচ নিদ্রাহত এখন তাহা নিদ্রায় অচেতন হয়ে ধুলায় ধুষরিত হচ্চে। অতএব হে নরাধিপ ঈদৃশ নয়নাতুষ্টিকর অবস্থা হোতে নিবৃত্ত হোন?

(বিদূষকের প্রবেশ।)

বিদূ। (সবিস্ময়ে) এ কি? মহারাজ অমন কোরে পোঁড়ে কেন?

জল। দেখতে পাচ্চ না? মহারাজ প্রায়, মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছেন?

বিদূ। (স্বগত) তা হোলে তো আমার একাদশ বৃহস্পতি। আর উদর দেবের বিলক্ষণ পোটে যায়।

[ক্রন্দন করিতেং রাসবিহারীর প্রবেশ।

রাস। মহারাজ, আপনার মনে কি এই ছিল, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বিনাশ করে কি আপনকার মনাভিলাষ পূর্ণ হ'ল।—ভাইরে রঞ্জন! তোমাকে প্রাণ তুল্য ভালবাস্তেম বলে কি এতদিনে তার প্রতিশোধ দিলে! পিতা যখন ঈশ্বর প্রাপ্ত হন, তৎপূর্ব্বে তিনি তোমার রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত ভারার্পণ করে ছিলেন, তার কি কিছু ত্রুটি হয়েছে, তজ্জন্যেই কি তুমি প্রাণত্যাগ কল্লে? ভাই, কেন তুমি এ নিষ্ঠুর রাজ্যে এলে? রঞ্জন! তুমি একটা সামান্য কুহকীনির কুহকে পতিত হয়ে, সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধন এমন প্রাণকে হারালে। (অশ্রুপতন) হায়! মা জিজ্ঞাসা কল্লে কি উত্তর দিব। হয়তো তিনি এই দুঃসহ শোকাবহ সমাচার শ্রবণ করেই প্রাণত্যাগ কর্ব্বেন। উঃ! আমার কি কঠিন প্রাণ, ভিতরে যেন কেমন কচ্চে, ফেটেও ফাটচে না। (অশ্রুপতন) আ——আ——অ——(মুর্চ্ছা ও পতন)

জল। একি? আজ বড় বিপদ দেখ্‌চি?

বিদূ। এ আবার কি? (স্বগত) আমোলো এ বেটা এসে আবার পোল্লো? বাঃ! যেন যোগাদ্যা দেবীর নর-বলী আস্‌চে? এখন দুটোর একটা কাবার হোলে হয়।

রাজা। (মূর্চ্ছা ভঙ্গ) কোথায় আমার জ্ঞানদা? জ্ঞানদা ও নবীন যুবক্‌কে শীঘ্র এনে দাও? ওখানে অমন করে শুয়ে কে?

বিদূ। (স্বগত) রাজা উঠ্‌লো যেরে? আচ্ছা আর একটা আছে এখন।

জল। আজ্ঞা রাসবিহারী?

রাজা। অমন কোরে শুয়ে কেন?

জল। আজ্ঞা আপনি যে যুবার প্রাণ বিনাশ কত্তে বোলে ছিলেন সে ওঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা?

রাজা। জলধর! তুমি তাদের এনে দিতে পার কিনা? নচেৎ (অসি গ্রহণ) ইহার দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি।

জল। সে কি মহারাজ? (হস্তধারণ) আমি তাদের এখনি এনে দিচ্চি, আপনি স্থির হোন?

রাজা। তুমি কি আমার সহিত কৌতুক কোচ্চো?

(হলধরের প্রবেশ)

জল। আপনি কিঞ্চিৎ কাল বিলম্ব করুণ?

[জলধরের প্রস্থান।

রাজা। (সাগ্রহে) হলধর! সত্য কি তারা প্রাণে বেঁচে আছে?

হল। এখনি জানতে পার্ব্বেন এখন।

বিদূ। মহারাজের শরীর কি একটু সাম্‌লেচে?

রাজা। হ্যাঁ একটু।—আহা! আমি রাসবিহারীকে কি বোল্‌বো? আমার ন্যায় নরাধম আর নেই।

বিদূ। (স্বগত) গণ্ডিটে দি, যেন ও ব্যাটা না বাঁচে।

(রাসবিহারীর মূর্চ্ছাভঙ্গ)

রাস। (রাজার প্রতি)! মহাশয় আপনার মনে কি কিছু মাত্রদয়া নাই? কেমন কোরে আপ্‌নি সেই যুবার প্রাণ হত্যা কল্লেন?

বিদূ। (স্বগত) আ মোলো, গণ্ডি–দিলুম কোথায় মোরবে তা নয় বেঁচে উঠ্‌লো। যেমন পোড়া কপাল, ভাগ্যে লুচি ঘটে ওঠে না?

রাজা। (অধোবদন)

(জলধর, রঞ্জন ও জ্ঞানদার প্রবেশ)

(হস্ত প্রসারণ) এসো বাছা আমার কোলে এসো (আনন্দাশ্রুপাত) রাসবিহারি? আমাকে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছিলে, এই তোমার প্রিয় ভ্রাতাকে নাও?

রাস। মহারাজ! এ আনন্দ আর রাখবার স্থান নাই।

রাজা। জলধর, হলধর! অদ্য জ্ঞানদার সহিত রঞ্জনের বিবাহ হবে? নগর বাসিরা যাতে উৎসবে পরি পুরিত হয় এমন ঘোষণা করে দাওগে।

জল। অবিলম্বে মহারাজের আজ্ঞানুযায়ি কার্য্য করিগে।

হল। মহারাজ, নটী এসেছে কি আজ্ঞা হয়?

রাজা। মন্ত্রি! আহ্লাদের আর পরিসীমা নাই, এত দিনের পর আমার জীবন সর্ব্বস্বধন জ্ঞানদার শুভ পরিণয় হবে. অতএব নর্ত্তকী নৃত্য গীতাদি সম্পন্ন করু।

(নটীর প্রবেশ)

নটী।———নৃত্য ও গীত।

(রাগিণী-সিন্ধু।—তাল ঠেকা।)

আহা কি শুখের উদয়।
সব দুখ দূরে গেলে, মনে সুখ উপজিলে,
জ্ঞানদারঞ্জন মিল, নিরাপদে হয়।
পুরবাসি যত সবে, মগ্ন হয়ে উৎসবে,
মঙ্গলাচরিয়ে এবে, সব আনন্দ ময়।।
এখন সুখে দম্পতি, হোন পৃথিবীর পতি,
থাকুক ধর্ম্মেতে মতি, সর্ব্বত্রেতে জয়।।

মহারাজ আজ তবে আসি? (প্রণাম) (প্রস্থান)

রাজা। এসো? (রঞ্জনের হস্ত ধরিয়া) অদ্য তোমার হস্তে আমার জ্ঞানদাকে অর্পণ কল্লেম। (আনন্দাশ্রু-পাত)

পুষ্পবৃষ্টি মঙ্গল বাদ্য।

বিদূ। মহারাজ, সকলের সব হোলো খালি আমার বিবরণ টা বাকি আছে?

রাজা। (সহাস্যে) কি রকম বল শুনি।

বিদু। তবে শুনুন? (দণ্ডায়মান)।

ব্রাহ্মণ জন্মিত আমি কায়স্থের ছেলে।
ধোপানি মম মাতা, মাতুল হন্ জেলে॥
শ্বশুর কৈবর্ত্ত মম, শাশুড়ী হন্ মুচি।
মেয়েকে দিয়ে মোরে হোলেন্ তাঁরা শুচি॥
জানেন্ না এ গৌরাং অষ্টধেতের পুত।
ক অক্ষর গোমাংস উদরে গুণ যুত॥
মাতুল লিখিতে মোরে দিল পাঠশালে।
গুরুকে দিয়ে ফাঁকি যেতাম আগ ডালে॥
গুরু ও গোরুর সম যেতো হেথা সেথা।
কিঞ্চিৎ তামাক্ ও কাসুন্দির ওয়াস্তা॥
শুন সব সভ্যগণ অপূর্ব্ব কথন।
স্বপ্নেতে গেলাম আমি অমর ভুবন॥
হেরিলাম চতুর্দ্দিকে স্বর্ণে সুশোভিত।
দেখিয়া মনে তখন উপজিল ভীত॥
চতুর্ম্মুখ এক জন এলো মোর কাছে।
ডাকি মোরে বলে তুমি এসো মোর পাছে।
মোরে বসায়ে ব্রহ্মা মাখিতে গ্যাল তৈল।
প্রত্যুৎপন্ন মতি মম মনে উপজিল॥
একলাফে বসি আমি সিংহাসনোপরি।
যোড় হাতে আসি মিনতি করেন হরি॥
উদয় হইল মোর তখন মনেতে।
মোর মত বেজন্মা কত আছে পৃথিবিতে॥
চিত্র গুপ্তে ডাকি আমি জিজ্ঞাসি কারণ।
হাজারের মধ্যে মোর মত নসো জন॥

ভাবিতে ভাবিতে মম স্বপ্ন হোলো ভোর।
(নৃত্য) ধিন্তা ধিনাক হুঁড়ুর হো, হুড়ুর হোর।—

(এক লম্ফে প্রস্থান)

(সকলের প্রস্থান)

[যবনিকা পতন।

সমাপ্তশ্চায়ং নাটক গ্রন্থঃ।